GOOD NEIGHBORS BANGLADESH

30 YEARS: EMPOWERMENT, INNOVATION AND SUSTAINABILITY

1996-2026

30 Stories of GNB Impacts

30 Anniversary

EMPOWERMENT, INNOVATION, AND SUSTAINABILITY

GNB Area of Work

- Child Protection
- Community Development
- Emergency Relief & Humanitarian Assistance
- Climate Change
- Resource Mobilization

Community Development Model

1

EMPOWERING CHILDREN, TRANSFORMING FUTURES

For many vulnerable families, poverty often turns the dream of education into a struggle for survival. To help break this cycle, Good Neighbors Bangladesh established the Special Child Hostel in 2011, providing vulnerable children with a safe home, education, and the opportunity to build a better future.

Karim was among the first children to join the hostel. Once working long hours in a lathe workshop, he watched other children go to school and wondered if he would ever get the same chance.

That chance came through the GNB Special Child Hostel. For the first time, Karim had a safe place to live, access to education, and people who encouraged him to dream beyond his circumstances.

The hostel offered more than a safe home. Through education, life skills, mentoring, and leadership opportunities, children gained the confidence to build brighter futures.

Without Good Neighbors, I would probably still be a child laborer. The hostel not only educated me but also taught me how to dream, believe in myself, and build a better future. Now, I want to support other children facing the same challenges that I once faced.
- Karim

Karim embraced every opportunity. After completing his SSC exam, he became an award-winning volunteer, worked with GNB, and later secured a job at a multinational company while continuing his studies.

Today, many former hostel residents are pursuing higher education, building successful careers, and contributing to their communities.

Karim's journey demonstrates how access to care, education, and opportunity can transform lives and create lasting change. Building on this impact, GNB has expanded its efforts beyond the hostel, reaching thousands of vulnerable children through education support, child protection initiatives, and family empowerment programs.

February 2011

October 2011

July 2026

১

একটি সুযোগ, বদলে যাওয়া জীবন

ঢাকার বস্তিতে বড় হওয়া করিমের শৈশব আর দশটা শিশুর মতো ছিল না। অভাবের কারণে ছোটবেলাতেই তাকে লেদ মেশিনের কারখানায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ঢুকে যেতে হয়। যখন অন্য শিশুরা স্কুল ড্রেস পরে স্কুলে যেত, করিম তখন কালির দাগ মাখা হাতে ভারী যন্ত্রপাতির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলত। সে ভাবত, তার কি কোনোদিন স্কুলে যাওয়া হবে না?

২০১১ সালে করিমের জীবনে এক বড় পরিবর্তন আসে। গুড নেইবারস বাংলাদেশ স্পেশাল চাইল্ড হোস্টেলের মাধ্যমে করিমসহ আটজন শিশুশ্রমিককে উদ্ধার করে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে।

সেখানে করিমসহ অন্যরা শুধু থাকার জায়গা আর তিন বেলা খাবারই পায়নি, পেয়েছে পড়াশোনা ও নতুন করে স্বপ্ন দেখার সুযোগ। হোস্টেলের যত্ন, শিক্ষা আর দিকনির্দেশনায় করিম নিজেকে প্রমাণ করতে শুরু করে। সে সফলভাবে এসএসসি পাস করে, নানা সামাজিক কাজে অংশ নেয় এবং ২০২০ সালে গুড নেইবারস বাংলাদেশ এর সেরা ভলান্টিয়ারের পুরস্কার পায়।

আজ করিম একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরি করছে এবং পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে। করিমের মতো আজ হোস্টেলের অনেক প্রাক্তন ছেলে-মেয়েরা উচ্চশিক্ষা নিচ্ছেন, সফল ক্যারিয়ার গড়ছেন এবং সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখছেন। করিমের এই ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প প্রমাণ করে, একটু সুযোগ আর সঠিক যত্ন পেলে মানুষের জীবন কীভাবে বদলে যায়।

গুড নেইবারস বাংলাদেশ এখন হোস্টেলের গণ্ডি পেরিয়ে আরও বড় পরিসরে কাজ করছে। জিএনবি শিক্ষা সহায়তা, শিশু সুরক্ষা এবং পারিবারিক স্বাবলম্বী কর্মসূচির মাধ্যমে এখন হাজার হাজার সুবিধাবঞ্চিত শিশুর জীবন বদলে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

গুড নেইবারস না থাকলে আমি হয়তো আজও লেদ মেশিনেই কাজ করতাম। জিএনবি আমাকে শুধু আশ্রয় দেয়নি, নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখিয়েছে। এখন আমি আমার মতো অন্য সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য কাজ করতে চাই।

-মো: করিম

THREADING A FUTURE: HOW HASINA WOVE HOPE INTO OPPORTUNITY

For years, poverty defined Hasina's future. Living in rural Sirajganj, Bangladesh, her family survived on her husband's irregular daily wages, leaving little hope of securing a better future for their two sons.

A significant turning point came when Hasina's two sons were enrolled in the Good Neighbors Sirajganj CDP. Through child sponsorship, the family received educational materials, healthcare services, nutritional support, and regular case management. These interventions eased their financial burden while creating opportunities for the family's long-term development.

Recognizing her determination, Good Neighbors invested in Hasina's potential through six-month vocational training and access to a cooperative loan in 2009. Equipped with new skills and her first sewing machine, she transformed a small home-based tailoring service into a sustainable livelihood.

Today, Hasina owns three sewing machines, generates a stable income throughout the year, has purchased 20 decimal lands, built a permanent home, and supported both sons in higher education.

Hasina's impact extends well beyond her own household. She has trained approximately 50 women in tailoring and embroidery, enabling many to establish independent livelihoods. Their increased incomes have strengthened household resilience, improved children's education, and inspired more women in the community to pursue economic opportunities.

Hasina's journey shows that investing in one woman's potential creates lasting change for an entire community. Through child sponsorship, livelihood development, and women's economic empowerment, Good Neighbors is helping families move from poverty toward resilience, dignity, and self-reliance. Today, every stitch Hasina sews weaves a future of hope for generations to come.

Good Neighbors did more than support my children—it gave me the skills, confidence, and opportunity to transform my family's future. Today, I can support my family and help other women become self- reliant. -Hasina

আশার সুতোয় গড়া ভবিষ্যৎ: হাসিনার পরিবর্তনের অনুপ্রেরণার গল্প

বছরের পর বছর দারিদ্র্যই ছিল হাসিনার জীবনের বাস্তবতা। বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জের একটি গ্রামে বসবাসকারী হাসিনার পরিবার পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল তাঁর স্বামীর অনিয়মিত দিনমজুরির আয়ের ওপর। ফলে দুই ছেলের মৌলিক চাহিদা পূরণই ছিল কঠিন, আর তাদের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন ছিল প্রায় অধরাই।

পরিবর্তনের সূচনা ঘটে যখন হাসিনার দুই ছেলে গুড নেইবারস সিরাজগঞ্জ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এর স্পন্সরশিপ কর্মসূচির আওতায় আসে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবারটি শিক্ষা উপকরণ, স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি সহায়তা এবং নিয়মিত ফলোআপসহ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা পেতে শুরু করে। ফলে তাদের আর্থিক চাপ কমে আসে এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়।

হাসিনার দৃঢ় মনোবল ও সম্ভাবনাকে বিবেচনায় নিয়ে ২০০৯ সালে গুড নেইবারস তাঁকে ছয় মাসের সেলাই প্রশিক্ষণ এবং একটি সমবায় ঋণের সুযোগ করে দেয়। অর্জিত দক্ষতা ও প্রথম সেলাই মেশিনকে পুঁজি করে তিনি ঘরে বসেই একটি ছোট পরিসরের দর্জি কাজ শুরু করেন, যা ধীরে ধীরে একটি টেকসই আয়ের উৎসে পরিণত হয়।

বর্তমানে হাসিনার তিনটি সেলাই মেশিন রয়েছে। সেলাই ও নকশিকাঁথা তৈরির মাধ্যমে তিনি সারা বছর নিয়মিত আয় করছেন। এই আয়ের ফলে পরিবারটি ২০ শতাংশ জমি কিনেছে, একটি পাকা বাড়ি নির্মাণ করেছে এবং দুই ছেলের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে—যা একসময় তাদের কাছে ছিল কেবলই স্বপ্ন।

তবে হাসিনার সাফল্য শুধু তাঁর পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি প্রায় ৫০ জন নারীকে সেলাই ও নকশিকাঁথা তৈরির প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তাঁদের অনেকেই এখন নিজস্ব আয়মুখী কাজে যুক্ত হয়ে পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন, সন্তানের শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং আত্মনির্ভরশীল জীবন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে হাসিনা আজ তাঁর এলাকায় নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের একজন অনুপ্রেরণাদায়ী পথপ্রদর্শক হিসেবে পরিচিত।

হাসিনার গল্প প্রমাণ করে, একজন নারীর সম্ভাবনায় বিনিয়োগ একটি পরিবার থেকে শুরু করে পুরো সম্প্রদায়ের জীবনে দীর্ঘস্থায়ী ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। স্পন্সরশিপ, জীবিকায়ন এবং নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে গুড নেইবারস পরিবারগুলোকে দারিদ্র্যের চক্র থেকে বেরিয়ে এসে মর্যাদা, সহনশীলতা ও আত্মনির্ভরশীলতার পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করছে। আজ হাসিনার প্রতিটি সেলাই কেবল তাঁর নিজের সাফল্যের গল্পই নয়, বরং আগামী প্রজন্মের জন্য আশা ও সম্ভাবনায় বোনা একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতীক।

গুড নেইবারস শুধু আমার সন্তানদেরই সহায়তা করেনি; তারা আমাকে দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস এবং নিজের পরিবারের ভবিষ্যৎ বদলে দেওয়ার সুযোগ দিয়েছে। আজ আমি শুধু নিজের পরিবারকেই নয়, অন্য নারীদেরও আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করতে পারছি।
- হাসিনা

FROM SPONSORSHIP TO LEADERSHIP: SAMIA'S JOURNEY OF TRANSFORMATION

Samia Khan Priya was a sponsored child of Good Neighbors Bangladesh's Mirpur Family Development Project (FDP) from 2011 to 2019. Growing up in a financially disadvantaged family, continuing her education was a constant struggle. Limited household income also meant few opportunities to develop new skills, build confidence, or participate in activities beyond the classroom. Through Good Neighbors Bangladesh's child sponsorship program, Samia received far more than educational and health support. She actively participated in child club activities, life skills education, leadership training, and child rights awareness programs. Encouraged to express her ideas, work collaboratively, and engage in community initiatives, she gradually transformed from a shy child into a confident young leader.

Her leadership earned her the role of President of the Good Neighbors Bangladesh National Child Council. The knowledge and skills she gained opened new opportunities. After completing the sponsorship program, Samia volunteered with UN Volunteers (UNV), Islamic Relief Bangladesh, and Plan International Bangladesh, promoting child and youth leadership. She also presented the findings of a nationwide survey on gender-based violence prevention at a national youth event. Today, she is pursuing an MSc in Environmental Sustainability and Green Technology at Keele University, United Kingdom.

Samia's journey demonstrates that child sponsorship goes beyond financial assistance it empowers children to realize their potential, become leaders, and create lasting positive change in their communities and beyond. Currently, Good Neighbors Bangladesh is helping shape the dreams of more than 20,000 sponsored children through its child sponsorship program.

Good Neighbors Bangladesh helped me believe in myself. It gave me the confidence, knowledge, and leadership skills that continue to guide my life.
-Samia

স্পন্সরশিপ থেকে নেতৃত্বে: সামিয়া'র অনুপ্রেরণার যাত্রা

সামিয়া খান প্রিয়া ২০১১ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত গুড নেইবারস বাংলাদেশের মিরপুর ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (FDP)-এর একজন স্পন্সরড শিশু ছিলেন। আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারে বেড়ে ওঠায় তাঁর শিক্ষাজীবন চালিয়ে যাওয়া ছিল এক কঠিন সংগ্রাম। পরিবারের সীমিত আয়ের কারণে নতুন দক্ষতা অর্জন, আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা কিংবা শ্রেণিকক্ষের বাইরের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগও ছিল খুবই সীমিত।

গুড নেইবারস বাংলাদেশের চাইল্ড স্পন্সরশিপ প্রোগ্রাম সামিয়াকে শুধু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সহায়তাই দেয়নি; বরং শিশুক্লাবের কার্যক্রম, জীবনদক্ষতা শিক্ষা, নেতৃত্ব উন্নয়ন এবং শিশু অধিকারবিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। নিজের মতামত প্রকাশ, দলগতভাবে কাজ করা এবং কমিউনিটির বিভিন্ন উদ্যোগে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে তিনি ধীরে ধীরে লাজুক এক শিশু থেকে আত্মবিশ্বাসী তরুণ নেত্রী হিসেবে গড়ে ওঠেন। তাঁর নেতৃত্বগুণের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি গুড নেইবারস বাংলাদেশ ন্যাশনাল চাইল্ড কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচিত হন।

গুড নেইবারস বাংলাদেশের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা তাঁর জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে। স্পন্সরশিপ প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার পর তিনি UN Volunteers (UNV), ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেন এবং শিশু ও যুব নেতৃত্ব বিকাশে ভূমিকা রাখেন। এছাড়া, তিনি লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ে একটি জাতীয় জরিপের ফলাফল জাতীয় পর্যায়ের যুব সম্মেলনে উপস্থাপন করেন। বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যের Keele University-এ Environmental Sustainability and Green Technology বিষয়ে এমএসসি অধ্যয়ন করছেন।

সামিয়ার এই অনুপ্রেরণামূলক যাত্রা প্রমাণ করে যে, চাইল্ড স্পন্সরশিপ কেবল আর্থিক সহায়তা নয়; এটি শিশুদের সুপ্ত সম্ভাবনা বিকাশে, নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জনে এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের অগ্রদূত হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। বর্তমানে গুড নেইবারস বাংলাদেশ তার চাইল্ড স্পন্সরশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে ২০,০০০-এরও বেশি স্পন্সরড শিশুর স্বপ্ন গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করছে।

গুড নেইবারস বাংলাদেশ আমাকে নিজের ওপর বিশ্বাস করতে শিখিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান আমাকে আত্মবিশ্বাস, জ্ঞান এবং নেতৃত্বের যে দক্ষতা দিয়েছে, তা আজও আমার জীবনের পথচলায় অনুপ্রেরণা জোগায়।
-সামিয়া

EMPOWERING RURAL YOUTH:
SANJAY BECOMES AN ENTREPRENEUR THROUGH ICT TRAINING

Supporting the government’s vision of digitalization, Good Neighbors Bangladesh (GNB) launched its first ICT training program at Sirajganj CDP in 2001. Continuing this momentum, GNB currently operates eight advanced ICT training centers. These centers empower rural youth through high-quality 3 and 6-month computer training courses, awarding government-approved certificates to unlock new career opportunities. Alongside youth training, GNB innovatively utilizes digital tabs to conduct school-based “Child Rights” awareness sessions for children.

Through the operations of GNB ICT Training Centers, more than 5,000 marginalized youths have been trained. Among them, many are currently working in government or private sectors, many have successfully advanced in online outsourcing, and others are operating independently in their own established enterprises. Concurrently, the implementation of tab-based sessions has equipped more than 3,000 children with life-changing knowledge on "Child Rights and Protection," helping to build a safer society.

Among these success stories, Sanjay stands out as a shining example. Eager to rewrite his future, he enrolled at the GNB ICT Training Center (Sirajganj CDP) in 2021 and turned his dream into reality that June by launching "Sanjay Digital Service Center" in Ghurka Bazar, Sirajganj District. Today, his business has scaled significantly with modern computers, printers, and photocopiers, making him an indispensable local service provider.

Through its ICT initiatives, GNB has established a permanent digital framework by transforming youth into independent entrepreneurs and skilled professionals. GNB’s ICT activities do not merely build technical skills—they transform youth into self- reliant individuals and valuable social contributors.

GNB's training didn't just teach me how to use a computer; it boosted my self-confidence and made me self-reliant. I am proud to prove to rural youth that technology skills can truly rewrite our destiny.
-Sanjay

গ্রামীণ তরুণদের ক্ষমতায়ন: আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সঞ্জয়ের উদ্যোক্তা হয়ে ওঠা

বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটালাইজেশনের স্বপ্নকে সমর্থন জানিয়ে, গুড নেইবারস বাংলাদেশ (জিএনবি) ২০০১ সালে সিরাজগঞ্জ সিডিপিতে প্রথম আইসিটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করে। এর ধারাবাহিকতায়, বর্তমানে জিএনবি আটটি উন্নত আইসিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করছে। এই কেন্দ্রগুলো ৩ ও ৬ মাস মেয়াদী উচ্চ-মানের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে গ্রামীণ তরুণদের ক্ষমতায়ন করছে এবং নতুন ক্যারিয়ারের পথ উন্মোচন করতে তাদের সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত সার্টিফিকেট প্রদান করছে। যুব প্রশিক্ষণের পাশাপাশি, জিএনবি অভিনব উপায়ে ডিজিটাল ট্যাবের মাধ্যমে স্কুলের শিশুদের জন্য বিদ্যালয়-ভিত্তিক "শিশু অধিকার" সচেতনতামূলক সেশন পরিচালনা করেছে।

জিএনবি আইসিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রমের ভিত্তিতে ৫,০০০-এরও বেশি প্রান্তিক তরুণ-তরুণী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে বর্তমানে সরকারি বা বেসরকারি চাকরি করছেন, অনেকে অনলাইন আউটসোর্সিংয়ে সফলভাবে উন্নতি করেছেন, আবার অনেকে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী নিজ প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। একই সাথে, ট্যাব-ভিত্তিক সেশনগুলো পরিচালনার ফলে ৩,০০০-এরও বেশি শিশু "শিশু অধিকার ও সুরক্ষা" বিষয়ে জীবন পরিবর্তনকারী জ্ঞানে সজ্জিত হয়েছে, যা একটি নিরাপদ সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

এই সফলতার গল্পগুলোর মধ্যে সঞ্জয় এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিজের ভাগ্য নতুন করে গড়ার প্রত্যয় নিয়ে ২০২১ সালে সে জিএনবি আইসিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (সিরাজগঞ্জ সিডিপি) ভর্তি হয় এবং সেই বছরের জুন মাসেই সিরাজগঞ্জ জেলার ঘুড়কা বাজারে "সঞ্জয় ডিজিটাল সার্ভিস সেন্টার" চালু করে তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়। আজ আধুনিক কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ফটোকপিয়ারের সমন্বয়ে তার ব্যবসাটি অনেক বড় হয়েছে, যা তাকে এলাকার একজন অপরিহার্য সেবাদাতায় পরিণত করেছে।

জিএনবি আইসিটি কার্যক্রমের মাধ্যমে, তরুণদের স্বাধীন উদ্যোক্তা ও দক্ষ পেশাজীবী হিসেবে গড়ে তুলে একটি স্থায়ী ডিজিটাল কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছে। জিএনবির আইসিটি কার্যক্রম শুধু তরুণদের প্রযুক্তিগত দক্ষতাই তৈরি করে না—এটি তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল ও সামাজিক সম্পদ সৃষ্টিকারীতে রূপান্তরিত করে।

জিএনবি-র প্রশিক্ষণ আমাকে শুধু কম্পিউটার চালানোই শেখায়নি; এটি আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে এবং আমাকে স্বাবলম্বী করেছে। গ্রামীণ তরুণদের কাছে আমি গর্বের সাথে প্রমাণ করেছি যে, প্রযুক্তিগত দক্ষতা সত্যিই আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে।
- সঞ্জয়

5

THE FIRST DOOR THEY KNOCK ON

In the tea garden communities of Kamalganj, Moulvibazar, and the remote Pangan Manipuri villages, women often grow up within the boundaries of tradition. Language barriers and social norms have long made these communities difficult to reach with essential health services.

Roksana Begum grew up in this reality. She began as a Health Volunteer with GNB and became a Community Health Worker (CHW) in 2016, trained in maternal and child health. Being from the same community, she speaks their language and understands their customs, trust an outsider could never earn as quickly.

One mother changed her life forever. Sultana had already lost three babies during pregnancy and childbirth; her fourth child survived but lives with autism. In her fifth pregnancy, fear gripped the family, who refused antenatal care, believing fate alone would decide the outcome.

Roksana did not give up. She returned, again and again, until they agreed.

The check-up revealed dangerously high blood pressure and serious risk factors. Through regular monitoring and treatment, Sultana delivered a healthy girl, now in Class Four.

Today, 332 families across Pangan communities seek her guidance. Being a CHW has given her dignity and standing few expected she'd hold.

Roksana's story is not only about one woman's success - it shows how opportunity, training, and trust can transform a community. Through GNB's support, 271 local women across 8 project areas have become CHWs, each a bridge between tradition and healthcare.

প্রথম যে দরজায় তারা কড়া নাড়ে

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার চা-বাগানঘেরা এবং প্রত্যন্ত পাঙ্গন মণিপুরি জনগোষ্ঠীর নারীরা বহুকাল ধরেই বেড়ে উঠেছেন সীমাবদ্ধতার মধ্যে। ভাষা ও সংস্কৃতির ভিন্নতার কারণে বাইরের কারো পক্ষে এই জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো কখনোই সহজ ছিল না।

রোকসানা বেগম বেড়ে উঠেছেন এই বাস্তবতার মধ্যেই। গুড নেইবারস বাংলাদেশে স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যাত্রা শুরু করে ২০১৬ সালে তিনি হয়ে ওঠেন একজন কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার, মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্যে প্রশিক্ষিত কর্মী। নিজের সম্প্রদায়ের মেয়ে বলেই তিনি তাদের ভাষায় কথা বলেন, তাদের রীতিনীতি বোঝেন, আস্থা অর্জন করেন, যা বাইরের কারো পক্ষে এত দ্রুত অর্জন করা ছিল প্রায় অসম্ভব।

একজন মা চিরদিনের মতো বদলে দেন তার জীবন। সুলতানা ইতোমধ্যে গর্ভাবস্থায় ও জন্মের সময় হারিয়েছিলেন তিনটি সন্তান । চতুর্থ সন্তান বেঁচে থাকলেও অটিজমে আক্রান্ত। পঞ্চম গর্ভধারণে ভয় গ্রাস করে পরিবারকে; ভাগ্যই সব ঠিক করবে এই বিশ্বাসে তারা প্রসবপূর্ব সেবা নিতে অস্বীকার করেন। রোকসানা হাল ছাড়েননি। বারবার ফিরে গেছেন, শেষ পর্যন্ত তাদের রাজি করিয়েছেন।

পরীক্ষায় ধরা পড়ে বিপজ্জনক উচ্চ রক্তচাপ ও একাধিক প্রসবকালীন ঝুঁকি। নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও চিকিৎসায় সুলতানা সুস্থ এক কন্যাসন্তানের জন্ম দেন, যে আজ চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ছে।

আজ পাঙ্গন সম্প্রদায়ের ৩৩২টি পরিবার তার কাছে স্বাস্থ্যসেবার পরামর্শ নিতে আসে। একজন সিএইচডব্লিউ -এর পরিচয় তাকে দিয়েছে এমন সম্মান ও মর্যাদা, যা কেউ কল্পনাও করেনি।

রোকসানার গল্প শুধু একজন নারীর সাফল্য নয়, এটি দেখায় সুযোগ, প্রশিক্ষণ আর আস্থা কীভাবে বদলে দিতে পারে একটি গোটা সম্প্রদায়কে। জিএনবি ৮'টি প্রকল্প এলাকায় ২৭১ জন স্থানীয় নারীকে সিএইচডব্লিউ হিসেবে গড়ে তুলেছেন, যারা প্রত্যেকেই ওই এলাকার স্বাস্থ্যসেবার মাঝে এক-একটি সেতুবন্ধন।

ওকে দেখলে সব কষ্ট মুছে যায়, মনে হয়, একটা জীবন ও পরিবার বাঁচাতে পেরেছি- এই গর্বই আমাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। - রোকসানা, কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার

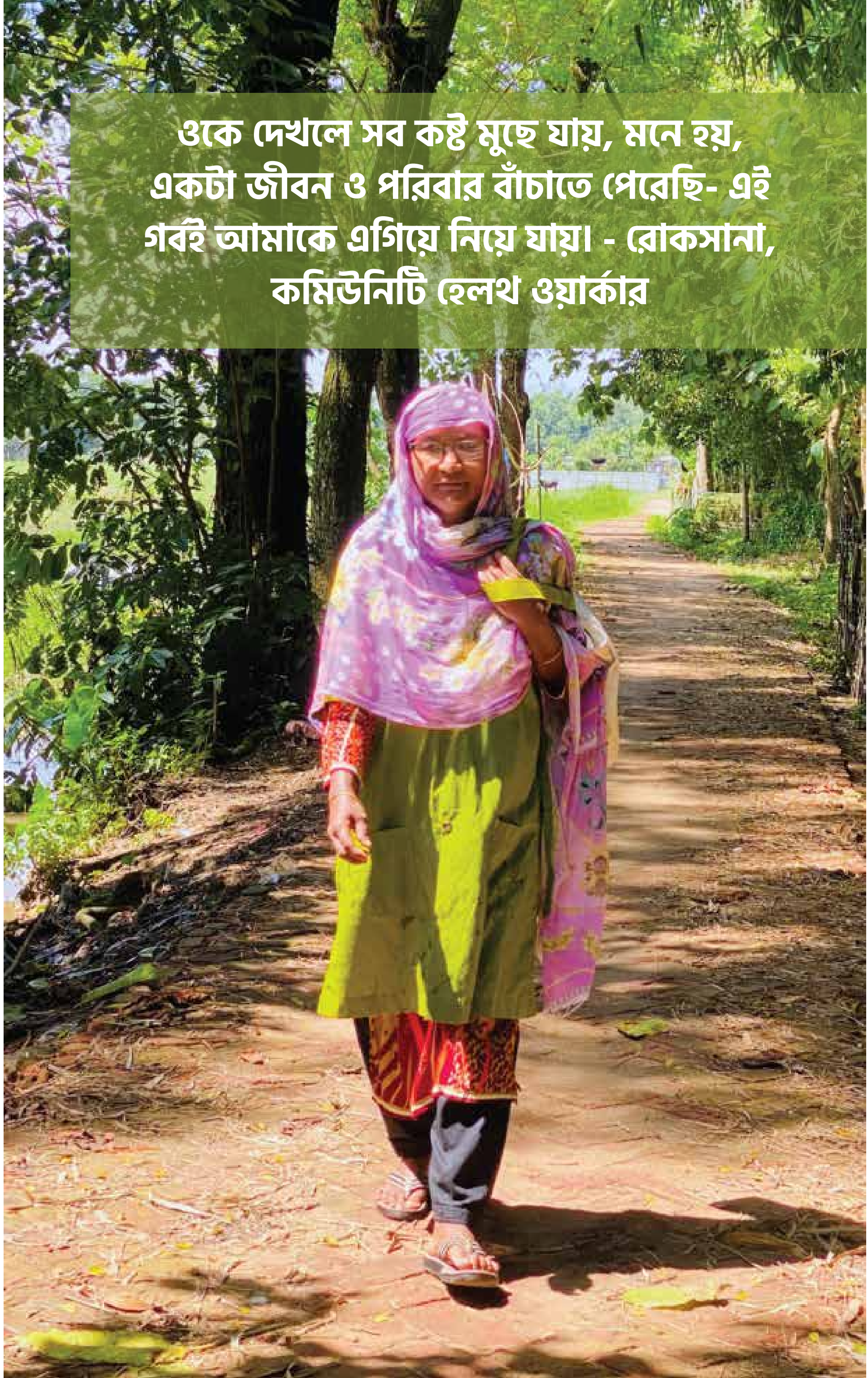

GNB SCHOOL: FROM LIMITED ACCESS TO LIFELONG OPPORTUNITIES

In the 1990s, education was difficult to access for many children in Deulabari Union, Ghatail Upazila, Tangail. The nearest schools were located far from the community, and the distance made regular attendance especially challenging for children from low-income families. As a result, many boys and girls faced limited opportunities to complete even a basic education.

In response, the community and Good Neighbors Bangladesh (GNB) worked together to establish a primary school in 1998, bringing education closer to local families. As demand grew, the school was upgraded to a secondary school, allowing students to continue their education without leaving their community.

Over the past 28 years, the school has become a vital part of community life. It now enrolls 624 students, with over 98% average attendance, and has graduated roughly 10,000 students since its founding.

Female enrollment stands at 46%, reflecting its commitment to inclusive access. Alumni have gone on to become doctors, engineers, teachers, and government officials, contributing to their families, communities, and the nation.

Md. Rafiqul Islam Khan, former UP Chairman, reflected on the school's impact: **This school has meant a great deal to our community. Families here now have access to education close to home, and we see the results in the confidence and achievements of our young people today.**

Sumona, a medical college student and graduate of GNB School, her story shows how access to education, combined with sponsorship support, has opened doors for students to pursue ambitions once considered out of reach.

Her story reflects a broader pattern across GNB's education programs. Through five additional schools in five communities, access to quality education has expanded for thousands of children, with combined enrollment across all six schools now at 1,904 — underscoring the long-term value of community-based investment in education.

জিএনবি স্কুল: সীমিত সুযোগ থেকে আজীবনের সম্ভাবনায়

গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার দেউলাবাড়ি ইউনিয়নে অনেক শিশুর জন্য শিক্ষা অর্জন ছিল একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ। নিকটতম বিদ্যালয়গুলো কমিউনিটি থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল, এবং এই দূরত্বের কারণে নিম্ন আয়ের পরিবারের শিশুদের জন্য নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়া ছিল বিশেষভাবে কঠিন। ফলস্বরূপ, অনেক ছেলে ও মেয়ে এমনকি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করারও সীমিত সুযোগ পেত।

এই প্রেক্ষাপটে, স্থানীয় কমিউনিটি ও গুড নেইবারস বাংলাদেশ যৌথভাবে উদ্যোগ নিয়ে ১৯৯৮ সালে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে, যা স্থানীয় পরিবারগুলোর কাছাকাছি শিক্ষার সুযোগ নিয়ে আসে। চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিদ্যালয়টিকে পরবর্তীতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়, যার ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ কমিউনিটি ছেড়ে না গিয়েই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

গত ২৮ বছরে বিদ্যালয়টি কমিউনিটির জীবনযাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে এখানে ৬২৪ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত, গড় উপস্থিতির হার ৯৮ শতাংশের বেশি, এবং প্রতিষ্ঠার পর থেকে আনুমানিক ১০,০০০ শিক্ষার্থী এখান থেকে পাস করেছে। মেয়ে শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার ৪৬ শতাংশ, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রতি প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীকার প্রতিফলিত করে। এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক ও সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাদের পরিবার, কমিউনিটি ও দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছেন।

সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ রফিকুল ইসলাম খান বিদ্যালয়টির প্রভাব সম্পর্কে বলেন:
"এই বিদ্যালয় আমাদের কমিউনিটির জন্য অনেক কিছু বয়ে এনেছে। এখন পরিবারগুলো ঘরের কাছেই শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে, এবং আমরা আমাদের তরুণদের আত্মবিশ্বাস ও অর্জনের মধ্য দিয়ে এর ফলাফল দেখতে পাচ্ছি।"

তার গল্প দেখায় কীভাবে শিক্ষার সুযোগ, স্পন্সরশিপ সহায়তার সাথে মিলিত হয়ে, শিক্ষার্থীদের জন্য এমন স্বপ্নপূরণের দ্বার উন্মুক্ত করেছে যা একসময় নাগালের বাইরে মনে হতো।

তার এই গল্প গুড নেইবারস বাংলাদেশ-এর শিক্ষা কার্যক্রমের একটি বৃহত্তর চিত্র তুলে ধরে। আরও পাঁচটি কমিউনিটিতে পাঁচটি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে হাজার হাজার শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে, এবং ছয়টি বিদ্যালয় মিলিয়ে সর্বমোট ভর্তির সংখ্যা এখন ১,৯০৪ জন — যা শিক্ষায় কমিউনিটি- ভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের গুরুত্ব তুলে ধরে।

এই বিদ্যালয় এবং গুড নেইবারস বাংলাদেশের স্পন্সরশিপ সহায়তার কারণেই আমি চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে যেতে পেরেছি।
- সুমনা

HEALTHY COMMUNITIES BEGIN WITH SAFE WATER

In the coastal communities of Taltali, access to safe drinking water was once a daily struggle. Salinity intrusion and the lack of reliable freshwater sources forced families to rely on ponds, shallow tube wells, and seasonal rainwater, increasing the risk of water-borne diseases and threatening the health of children.

To address this, Good Neighbors Bangladesh (GNB), with support from the Embassy of Japan under the Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects, established a community-based safe drinking water system. A modern Water Treatment Plant capable of purifying more than 20,000 liters of water per day, along with 12 Water Collection Booths, now provides safe drinking water to 500 families (around 2,000 people).

A nine-member Safe Water Committee was trained to operate and manage the facilities, ensuring sustainability through community ownership.

Today, safe drinking water is part of everyday life. Families collect purified water for drinking and cooking, while greater awareness of safe water practices has transformed a daily struggle into a healthy habit, with the community committed to protecting the system for future generations.

Today, the Safe Water Committee oversees operation and maintenance, manages user contributions, and works closely with GNB to keep the system functional and transparent. Through shared responsibility and strong community participation, the project has created not only access to safe water but a lasting culture of ownership and sustainability.

For many years, we had no choice but to use unsafe water. Now, safe water is available close to our home, so I spend far less time collecting it—time I now devote to my children's education and health. My family is free from water-borne diseases, and we are commit-ted to protecting this facility for generations to come.

- Taslima Begum

নিরাপদ পানির ছোঁয়ায় বদলে যাওয়া এক উপকূলীয় জনপদের গল্প

বহু বছর ধরে উপকূলীয় তালতলীর তাসলিমা বেগমের দিনের বড় একটি অংশ কেটে যেত নিরাপদ পানির খোঁজে। লবণাক্ততা আর বিশুদ্ধ পানির সংকটের কারণে তাঁকে পুকুর, অগভীর নলকূপ কিংবা বৃষ্টির পানির ওপর নির্ভর করতে হতো। প্রতিদিনই ছিল পানি বাহিত রোগের আশঙ্কা, বিশেষ করে শিশুদের জন্য।

এই বাস্তবতা বদলাতে জাপান দূতাবাসের Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects -এর সহায়তায় গুড নেইবার্স বাংলাদেশ (জিএনবি) একটি কমিউনিটি-ভিত্তিক নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। ২০ হাজার লিটারেরও বেশি দৈনিক পরিশোধনক্ষমতাসম্পন্ন একটি আধুনিক ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং ১২টি পানি সংগ্রহ বুথ স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ৫০০ পরিবার, অর্থাৎ প্রায় ২,০০০ মানুষের দোরগোড়ায় নিরাপদ পানি পৌঁছে যায়। পাশাপাশি, স্থানীয়ভাবে গঠিত ৯ সদস্যের একটি সেইফ ওয়াটার কমিটি পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়ে উদ্যোগটির দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব নিশ্চিত করছে।

আজ তাসলিমার পরিবারের জন্য নিরাপদ পানি আর সংগ্রামের বিষয় নয়; এটি তাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ। এখন তিনি পানি সংগ্রহে কম সময় ব্যয় করেন, ফলে সন্তানদের শিক্ষা ও যত্নে আরও বেশি সময় দিতে পারেন। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর পরিবার এখন পানি বাহিত রোগের ঝুঁকি থেকে অনেকটাই মুক্ত।

তাসলিমার গল্প শুধু একটি পরিবারের পরিবর্তনের গল্প নয়; এটি প্রমাণ করে, যখন নিরাপদ পানি, স্থানীয় নেতৃত্ব এবং কমিউনিটির অংশগ্রহণ একসঙ্গে কাজ করে, তখন একটি প্রকল্প টেকসই পরিবর্তনের ভিত্তি হয়ে ওঠে।

বর্তমানে সেফ ওয়াটার কমিটি নিয়মিতভাবে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্ব পালন করছে | তারা বিদ্যুৎ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের জন্য ব্যবহারকারীদের অনুদান (বিদ্যুৎ বিল ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত খরচ সংগ্রহ করে গুড নেইবারস বাংলাদেশের সঙ্গে সমন্বয় করে পুরো ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করছে। সম্মিলিত দায়িত্ববোধ এবং শক্তিশালী কমিউনিটি অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই উদ্যোগ শুধু নিরাপদ পানির প্রাপ্যতাই নিশ্চিত করেনি, বরং কমিউনিটির মধ্যে মালিকানা, অংশগ্রহণ এবং টেকসই উন্নয়নের একটি স্থায়ী সংস্কৃতিও গড়ে তুলেছে।

দীর্ঘদিন ধরে আমাদের অনিরাপদ পানি ব্যবহার করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। এখন আমাদের বাড়ির কাছেই নিরাপদ পানির ব্যবস্থা হওয়ায় খুব অল্প সময়েই পানি সংগ্রহ করতে পারি। ফলে বেঁচে যাওয়া সময় আমি আমার সন্তানদের পড়াশোনা ও পরিবারের স্বাস্থ্যসেবায় ব্যয় করতে পারি। এই সুবিধা আমাদের পরিবারে মানসিক স্বস্তি এনে দিয়েছে। এখন আমরা পানি বাহিত রোগ থেকে অনেকটাই মুক্ত এবং আমরা এই সুবিধা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যাতে আমাদের সন্তান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মও এর সুফল ভোগ করতে পারে।" — তাসলিমা বেগম, উপকারভোগী।

Embassy of Japan

EMPOWERING WOMEN THROUGH COOPERATIVES

In rural Bangladesh, women anchor their families and local economies—growing food, raising children, running households. Yet without access to finance, markets, or decision-making power, many remain trapped in cycles of poverty. In 2011, Good Neighbors Bangladesh (GNB) launched a women-led cooperative movement to change that—turning women into entrepreneurs, leaders, and agents of social change.

Sharmin Akter of Nilphamari knows this struggle intimately. Married at 17, she was forced to leave school, and when her husband fell seriously ill, her family teetered on the edge of survival. A GNB-supported cooperative became her turning point. With a first loan of just BDT 5,000, pharmacy training, and steady mentoring, Sharmin built a licensed pharmacy, a permanent home, and a future for her children. Today, she serves as President of the Nilphamari Women's Cooperative, guiding 2,087 women toward financial independence.

Her story is one thread in a much larger transformation. By June 2026, GNB had established 27 women-led cooperatives across 17 Community Development Projects, empowering more than 42,000 women in agriculture, livestock, fisheries, handicrafts, and small enterprises. Twenty-six members have received the Government's prestigious Joyeeta/Indomitable Women's Award, and the cooperatives together hold 116 Upazila, 19 District, and 7 Divisional Best Cooperative Awards. Each cooperative reinvests 10% of its annual profit back into education and community development.

From one woman's resilience to thousands transformed—this is what happens when economic power finally reaches women's hands.

The cooperative gave me confidence and courage. When women are trusted and supported, they can change not only their own lives but also the lives of many others.
- Ms. Sharmin

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়

গ্রামীণ বাংলাদেশের পরিবার ও স্থানীয় অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি নারীরা। তবুও অর্থের অভাব, বাজারে সীমিত প্রবেশাধিকার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে কম অংশগ্রহণের কারণে অনেক নারী এখনও দারিদ্র্যের চক্রে আটকে আছেন।

এই বাস্তবতা বদলাতে ২০১১ সালে গুড নেইবার্স বাংলাদেশ (জিএনবি) নারী নেতৃত্বাধীন সমবায় কার্যক্রম শুরু করে। লক্ষ্য ছিল নারীদের শুধু উদ্যোক্তা নয়, বরং আত্মনির্ভরশীল নেতা হিসেবে গড়ে তোলা।

নীলফামারীর শারমিন আক্তারের জীবন তারই এক অনুপ্রেরণাদায়ক উদাহরণ। মাত্র ১৭ বছর বয়সে বিয়ের কারণে তাঁর পড়াশোনা থেমে যায়। পরে স্বামীর অসুস্থতায় পরিবারটি চরম আর্থিক সংকটে পড়ে। এমন সময় তিনি গুড নেইবার্স বাংলাদেশের সহযোগিতায় গড়ে ওঠা একটি নারী সমবায়ে যুক্ত হন। সমবায় থেকে মাত্র ৫ হাজার টাকা ঋণ, একটি ফার্মেসি পরিচালনার প্রশিক্ষণ এবং নিয়মিত পরামর্শ তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

আজ শারমিন একজন সফল উদ্যোক্তা ও নিবন্ধিত ফার্মেসির মালিক। তিনি নিজের স্থায়ী বাড়ি নির্মাণ করেছেন, সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করেছেন এবং বর্তমানে নীলফামারী নারী সমবায় সমিতির সভাপতি হিসেবে ২,০৮৭ জন নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পথে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

জুন ২০২৬ পর্যন্ত গুড নেইবার্স বাংলাদেশ দেশের ১৭টি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (সিডিপি) এলাকায় ২৭টি নারী পরিচালিত সমবায়ের মাধ্যমে ৪২ হাজারেরও বেশি নারীকে কৃষি, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য, হস্তশিল্প ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় যুক্ত করেছে। সমবায়ের ২৬ জন সদস্য 'জয়িতা/অদম্য নারী' সম্মাননা পেয়েছেন এবং সমবায়গুলো অর্জন করেছে ১৪২টি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ সমবায় পুরস্কার। পাশাপাশি, প্রতিটি সমবায় তাদের বার্ষিক নিট লাভের ১০ শতাংশ শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে বিনিয়োগ করছে।

একজন নারীর সংগ্রাম থেকে হাজারো নারীর সাফল্যের এই যাত্রা প্রমাণ করে—নারীর হাতে যখন অর্থনৈতিক ক্ষমতা পৌঁছে যায়, তখন শুধু একজন মানুষ নয়, বদলে যায় একটি পরিবার, একটি সমাজ, এমনকি পুরো একটি প্রজন্মের ভবিষ্যৎ।

সমবায় আমাকে আত্মবিশ্বাস দিয়েছে, সাহস দিয়েছে। নারীদের বিশ্বাস ও সুযোগ দিলে তারা শুধু নিজের নয়, অসংখ্য মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে।- শারমিন আক্তার

A SIGNATURE OF CHANGE

For decades, Josna Rani Shil signed every official document with an ink-stained thumbprint—a constant reminder of the education she was denied as a child in rural Bangladesh. Like many mothers in her community, her inability to read or write kept her dependent on others and limited how she could support her children's dreams.

Believing that "An educated mother can lead an educated generation," GNB introduced the Adult Literacy Program across its Community Development Project (CDP) areas. Through community- based learning centers and trained local facilitators, women who had missed formal education received a second chance to learn basic reading, writing, and numeracy skills in a safe and supportive environment.

The program was designed not only to improve literacy but also to help mothers better support their children's education and make informed decisions in their daily lives.

For Josna, the program was life-changing. Today, she can confidently sign her own name, read simple texts, perform basic calculations, and manage everyday tasks independently. More importantly, she now encourages her grandchildren to stay in school and pursue the opportunities she never had.

Today, women like Varoti are no longer completely dependent on others for basic reading, writing, and counting. They better understand the importance of education, actively support their children's learning, and contribute more confidently to their families and communities. Their journey shows that adult literacy is not just about learning skills; it is about empowering women, strengthening families, and building a more educated and resilient generation.

If GNB had not given me this opportunity, I would still be using my thumbprint instead of my signature. - Varoti Rani

স্বাক্ষরে আত্মবিশ্বাসের গল্প

গ্রামের আর দশটা নারীর মতোই ভারতী রানীর শৈশব কেটেছে শিক্ষার আলো ছাড়া। বহু বছর ধরে যেকোনো অফিশিয়াল কাগজে সই করতে গেলেই কালির প্যাডে বুড়ো আঙুলের ছাপ দিতে হতো তাকে। এই টিপসই যেন প্রতিমুহূর্তে তাকে মনে করিয়ে দিত পড়াশোনা না জানার কষ্ট ও পরনির্ভরশীলতা।

"একজন শিক্ষিত মা-ই পারেন একটি শিক্ষিত প্রজন্ম গড়ে তুলতে"—এই বিশ্বাস থেকে গুড নেইবারস বাংলাদেশ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় শুরু করে 'বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম'। এলাকার লার্নিং সেন্টারে ভারতী রাণীর মতো নারীদের জন্য তৈরি হয় পড়তে, লিখতে ও প্রাথমিক হিসাব-নিকাশ শেখার এক নিরাপদ সুযোগ।

এই উদ্যোগ ভারতী রানীর জীবন পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। এখন তিনি কারো সাহায্য ছাড়াই নিজের নাম সই করতে পারেন, সহজ লেখা পড়তে পারেন এবং দৈনন্দিন হিসাবের কাজ নিজে নিজেই করতে পারেন। সবচেয়ে বড় কথা, শিক্ষার গুরুত্ব বুঝে তিনি এখন তার নাতি-নাতনিদের নিয়মিত স্কুলে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দেন।

আজ ভারতী রানীর মতো অনেক নারীই পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠেছেন। তারা সন্তানদের পড়ালেখার খোঁজ রাখছেন এবং পরিবারে ও সমাজে আত্মবিশ্বাসের সাথে অবদান রাখছেন। জোসনা রানীর এই গল্প প্রমাণ করে—বয়স্ক শিক্ষা শুধু অক্ষরজ্ঞান নয়, এটি নারীদের ক্ষমতায়ন ও একটি শিক্ষিত প্রজন্ম গড়ার চাবিকাঠি।

গুড নেইবারস বাংলাদেশ যদি আমাকে এই সুযোগ না দিত, তবে আজও আমাকে সইয়ের বদলে টিপসই ব্যবহার করতে হতো। এখন আমি গর্বের সাথে নিজের নাম লিখতে পারি এবং আমার নাতি-নাতনিদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সাহস দিতে পারি। - ভারতী রানী

CULTIVATING CHANGE: HOW A TRAINING CENTER TURNED FARMLAND INTO FUTURES

In Sirajganj's flood-prone char and riverine communities, farming was once a gamble. Outdated methods, poor access to quality seeds, and constant flood and market shocks kept incomes below subsistence — trapping families in debt and food insecurity.

GNB began relief work in Sirajganj in 1996, establishing an Agriculture Farm & Training Center in 1997 to teach modern, profitable farming methods. By 2002, this grew into the full Sirajganj Area Development Project, expanding into livestock, fish culture, poultry, and vegetables. The project trains smallholder farmers — especially women-led households — in climate-resilient techniques, quality seeds, and efficient irrigation, backed by small loans, demonstration plots, and leadership training. Farmer groups link members to markets and negotiate better prices collectively.

The GNB Sirajganj project is transforming livelihoods — farmers report higher yields, incomes, and market linkages, with modern techniques spreading across the area. Women now play a growing role in farming decisions and income generation. Agriculture has shifted from uncertainty to a reliable engine of household prosperity.

Before, we struggled every season not knowing if the harvest would be enough to feed my family and income. Now, with better seeds and using modern technologies and finance support, my farming gives more, and I can finally save for my children's future.
-Md. Abu Taher, Sirajganj

Sustainability is built in: farmer groups keep sharing knowledge, bulk-purchasing inputs, and negotiating market access after training ends. Lead farmers mentor neighbors, keeping skills rooted in the community and spreading organically.

When farmers gain the knowledge, tools, and market access to farm smarter — not just harder — agriculture becomes more than a livelihood. It becomes a pathway out of poverty.

পরিবর্তনের চাষাবাদ: সিরাজগঞ্জ কৃষি খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সিরাজগঞ্জের বন্যাপ্রবণ চর ও নদীতীরবর্তী জনপদে কৃষিকাজ একসময় ছিল এক অনিশ্চিত জুয়া। সেকেলে পদ্ধতি, মানসম্পন্ন বীজের অভাব, আর বন্যা ও বাজারের অস্থিতিশীলতার কারণে পরিবারের আয় থেকে যেত জীবনধারণের সীমার নিচে যা কৃষক পরিবারগুলোকে ঠেলে দিত ঋণের চক্র ও খাদ্য অনিশ্চয়তার দিকে।

জিএনবি সিরাজগঞ্জে ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করে ১৯৯৬ সালে, এবং ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠা করে একটি কৃষি খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আধুনিক ও লাভজনক চাষ পদ্ধতি শেখানোর জন্য। ২০০২ সালে এই উদ্যোগ পরিণত হয় পূর্ণাঙ্গ সিরাজগঞ্জ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে, যার আওতায় যুক্ত হয় গবাদিপশু পালন, মাছ চাষ, পোল্ট্রি ও সবজি চাষ। প্রকল্পটি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বিশেষত নারী-নেতৃত্বাধীন পরিবারগুলোকে প্রশিক্ষণ দেয় জলবায়ু-সহনশীল কৌশল, উন্নত বীজ এবং কার্যকর সেচ পদ্ধতিতে, পাশাপাশি রয়েছে ক্ষুদ্র ঋণ, প্রদর্শনী প্লট এবং নেতৃত্ব প্রশিক্ষণের সুযোগ। কৃষক দলগুলো বাজারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এবং সম্মিলিতভাবে ভালো দামের জন্য দরকষাকষি করে।

জিএনবি সিরাজগঞ্জ প্রকল্প জীবনযাত্রায় নিয়ে এসেছে বাস্তব পরিবর্তন কৃষকরা এখন পাচ্ছেন উচ্চ ফলন, বাড়তি আয় এবং উন্নত বাজার সংযোগ। এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে আধুনিক চাষ পদ্ধতি, আর নারী কৃষকরা এখন কৃষি সিদ্ধান্ত ও আয় উপার্জনে রাখছেন ক্রমবর্ধমান ভূমিকা। কৃষি এখন আর অনিশ্চয়তার উৎস নয় বরং পরিবারের সমৃদ্ধির নির্ভরযোগ্য চালিকাশক্তি।

প্রকল্পের টিকে থাকার শক্তি নিহিত কৃষক দলগুলোর মধ্যেই প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পরও তারা জ্ঞান ভাগাভাগি করেন, একসঙ্গে উপকরণ কেনেন এবং বাজারে দরকষাকষি চালিয়ে যান। অগ্রগামী কৃষকরা প্রতিবেশীদের কাছে আধুনিক কৌশল পৌঁছে দিয়ে হয়ে উঠেছেন পরামর্শদাতা, ফলে দক্ষতা থেকে যাচ্ছে সম্প্রদায়ের শিকড়ে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে।

কৃষকেরা যখন শুধু কঠোর পরিশ্রম নয়, বরং বুদ্ধিদীপ্ত ও আধুনিক উপায়ে চাষাবাদের সঠিক জ্ঞান, উপকরণ ও বাজারের সুবিধা পান তখন কৃষি আর কেবল জীবিকা থাকে না; তা হয়ে ওঠে দারিদ্র্যমুক্তির এক অনন্য মহাসড়ক।

আগে প্রতি মৌসুমে দুশ্চিন্তায় থাকতাম, ফসল পরিবারের মুখে অন্ন আর সংসারের প্রয়োজন মেটাতে পারবে কি না। এখন উন্নত বীজ, আধুনিক প্রযুক্তি আর আর্থিক সহায়তা পেয়ে আমার চাষে ফলন বেড়েছে, আর সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ও করতে পারছি,
- মো. আবু তাহের, সিরাজগঞ্জ।

WORDMASTER COMPETITION: A UNIQUE INITIATIVE TO OVERCOME STUDENTS' ANXIETY OF ENGLISH

In Bangladesh, English is one of the most anxiety subjects, particularly for the students in remote areas. Limited exposure to English, inadequate practice opportunities, and restricted language use hinder proficiency and self-confidence. Consequently, the English failure rate in public examinations remains comparatively higher than that of other subjects.

Reduce English language anxiety among students, enrich their vocabulary, and foster greater interest and confidence in learning English, GNB has been organizing the Inter-School WordMaster Competition since 2004.

Each year, Grade 8 students participate in the WordMaster Competition, which is conducted in three stages: school, upazila/district, and national levels. At each stage, students are selected based on merit to advance to the next round.

Beyond improving language competency, the WordMaster Competition plays a significant role in strengthening students' confidence, expanding their vocabulary, enhancing their language skills, and promoting a healthy spirit of academic competition.

From 2018-2025, a total of 54,692 Grade 8 students participated in the competition.

My journey to Dhaka to participate in the WordMaster Competition was a memorable experience. Winning first place at the national level among talented students from across the country remains one of my greatest achievements. The competition significantly improved my English proficiency, strengthened my self-confidence, and reduced my fear of using English. I later achieved a Golden GPA-5 in the SSC Examination, including an A+ in English. I firmly believe that the confidence and enthusiasm developed through the WordMaster Competition laid a strong foundation for my academic success and future aspirations.

- Sadia Jannat

ওয়ার্ডমাস্টার প্রতিযোগিতা: শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভীতি দুরকরণের এক অনন্য উদ্যোগ

বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থী ইংরেজী বিষয়কে ভয় পায়, বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের এ ভীতি আরও প্রকট। ইংরেজি ভাষার সীমিত সংস্পর্শ, অনুশীলনের অপর্যাপ্ত সুযোগ এবং দৈনন্দিন জীবনে ইংরেজির সীমিত ব্যবহার তাদের ভাষাগত দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে, পাবলিক পরীক্ষায় অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় ইংরেজি বিষয়ে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর হার তুলনামূলকভাবে বেশি।

শিক্ষার্থীদের ইংরেজিভীতি দূর করা, শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা এবং ইংরেজি ভাষা শেখার প্রতি আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গুড নেইবারস বাংলাদেশ ২০০৪ সাল থেকে 'আন্তঃস্কুল ওয়ার্ডমাস্টার প্রতিযোগিতা' আয়োজন করে আসছে।

প্রতিবছর অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়, উপজেলা/জেলা এবং জাতীয়-এই তিন ধাপে আয়োজিত ওয়ার্ডমাস্টার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি ধাপে মেধার ভিত্তিতে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা পরবর্তী পর্যায়ে উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ পায়।

এই প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষার প্রতি ভীতি দূর করার পাশাপাশি তাদের শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি, ভাষাগত দক্ষতা উন্নয়ন, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২০১৮ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ৫৪,৬৯২ জন অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ওয়ার্ডমাস্টার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

ওয়ার্ডমাস্টার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য ঢাকা ভ্রমণ আমার জীবনের এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অর্জন আমার জীবনের অন্যতম সেরা অর্জন। এই প্রতিযোগিতা আমার ইংরেজি ভাষার দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে, আত্মবিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছে এবং ইংরেজি ব্যবহারের ভীতি দূর করতে সহায়তা করেছে। পরবর্তীতে আমি এসএসসি পরীক্ষায় ইংরেজিতে A+ সহ গোল্ডেন GPA-5 অর্জন করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওয়ার্ডমাস্টার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অর্জিত আত্মবিশ্বাস ও ইংরেজি শেখার প্রতি আগ্রহই আমার শিক্ষাজীবনের সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ স্বপ্ন বাস্তবায়নের একটি শক্তিশালী ভিত তৈরি করেছে।
-সাদিয়া জান্নাত

ZERO HUNGER THROUGH COMMUNITY ACTION

Before the Saemaul Zero Hunger Communities Project — implemented by Good Neighbors Bangladesh with the World Food Programme (WFP) — ultra-poor households in Nalka Union, Sirajganj lived under constant threat of floods and poverty. Weak infrastructure, limited women's empowerment, and poor access to education, healthcare, and sanitation trapped families, especially women and children, in cycles of poverty and food insecurity.

The project set out to change this by strengthening disaster resilience and sustainable livelihoods through climate-resilient infrastructure, human and social capital development, expanded income opportunities, community-led food security, and improved education and maternal health services. Guided by the Saemaul principles of diligence, self-help, and cooperation, it empowered ultra-poor households to build resilient, healthy, and self-reliant communities.

The results have been remarkable. Community resilience rose from 33% to 72%, household income grew 81%, and assets increased sevenfold, with employment reaching 99.7%. Women's empowerment surged, School enrolment hit 96.3%, and women now hold over half of leadership roles. Hunger has become a shared community success story.

Sustained by local institutions, skilled leaders, and empowered women, this progress continues beyond the project — proving that when communities own the solution to hunger, they grow not just food, but lasting resilience, dignity, and hope.

Before the project, I rarely left my home and had no income of my own. Today, I run a cow-rearing and small business, contribute to my family's income, and confidently partici-pate in community decisions.
- Ms. Nasima Begum, A Project Participant

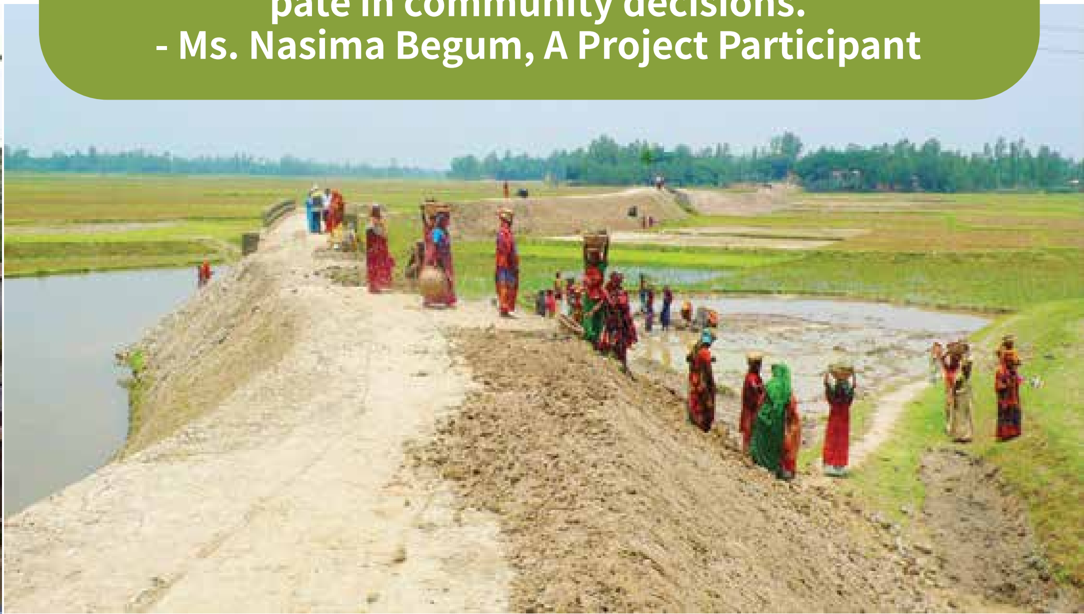

ক্ষুধা থেকে আশার আলো: যৌথ প্রচেষ্টায় 'শূন্য ক্ষুধা'র গল্প

গুড নেইবারস বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত "সেমাউল জিরো হাঙ্গার কমিউনিটিজ" প্রকল্প শুরুর আগে, সিরাজগঞ্জের নলকা ইউনিয়নের অতি দরিদ্র পরিবারগুলো বন্যা ও দারিদ্র্যরে নিত্য আতঙ্কে বাস করত। দুর্বল অবকাঠামো, নারীর সীমিত ক্ষমতায়ন, শিক্ষা ও মাতৃস্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতা এবং অপরিচ্ছন্ন স্যানিটেশন ব্যবস্থা বিশেষত নারী ও শিশুদের দারিদ্র্য ও খাদ্য অনিশ্চয়তার চক্রে বন্দি করে রেখেছিল।

এই বাস্তবতা বদলে দিতে প্রকল্পটি কাজ করেছে জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, মানবসম্পদ ও সামাজিক পুঁজি উন্নয়ন, আয়বর্ধক কর্মকা- সম্প্রসারণ, সম্প্রদায়-পরিচালিত খাদ্য সুরক্ষা এবং উন্নত শিক্ষা ও মাতৃস্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে। সেমাউল দর্শনের মূলমন্ত্র অধ্যবসায়, স্বনির্ভরতা ও সহযোগিতা অনুসরণ করে প্রকল্পটি অতি দরিদ্র পরিবারগুলোকে সহনশীল, সুস্থ ও স্বনির্ভর সম্প্রদায় গড়ার শক্তি দিয়েছে।

ফলাফল হয়েছে অভাবনীয়। সম্প্রদায়ের সহনশীলতা ৩৩% থেকে বেড়ে ৭২%-এ পৌঁছেছে, পরিবারের আয় বেড়েছে ৮১%, সম্পদ বেড়েছে সাতগুণেরও বেশি, এবং কর্মসংস্থানের হার পৌঁছেছে ৯৯.৭%-এ। নারীর ক্ষমতায়ন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, স্কুলে ভর্তির হার পৌঁছেছে ৯৬.৩%-এ, এবং নারীরা এখন নেতৃত্বের অর্ধেকের বেশি ভূমিকায় রয়েছেন। ক্ষুধা এখন আর দৈনন্দিন ভয় নয় বরং তা রূপ নিয়েছে সম্মিলিত সাফল্যের এক গল্পে।

স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, দক্ষ নেতৃত্ব এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত নারীদের হাত ধরে এই অগ্রগতি প্রকল্প শেষ হওয়ার পরও অব্যাহত থাকছে প্রমাণ করছে, যখন একটি সম্প্রদায় ক্ষুধা মোকাবিলার সমাধান নিজ হাতে নেয়, তখন তারা কেবল খাদ্যই উৎপাদন করে না, বরং গড়ে তোলে দীর্ঘস্থায়ী সহনশীলতা, মর্যাদা এবং আশা।

প্রকল্পের আগে আমি ঘর থেকে খুব কমই বের হতাম, নিজের কোনো আয় ছিল না। আজ আমি গরু পালন ও ছোট ব্যবসা করি, পরিবারের আয়ে অবদান রাখি, এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করি। প্রকল্পটি শুধু আমাদের খাদ্য সুরক্ষা ও জীবিকাই বাড়ায়নি, বরং বদলে দিয়েছে আমার আত্মবিশ্বাস ও ভবিষ্যৎ।
-নাসিমা বেগম

WHEN THE COMMUNITY BECOMES THE SAFETY NET

Child marriage remains a major challenge in Bangladesh, denying many girls their rights to education, health, and a safe childhood.

Amina (name changed for safeguarding purposes), 15, was in Grade 8 when she became at risk of child marriage. The eldest of two sisters in a family of five, she faced growing protection concerns after her parents' separation. Believing marriage would offer her security and ease the family's financial burden, her father began arranging her marriage — despite her age.

However, Amina had different aspirations. She dreamed of completing her education and becoming a teacher. Without timely intervention, her future remained uncertain.

Her life changed when members of the Child Council and Youth Club, supported by Good Neighbors Bangladesh's Meherpur Community Development Project (CDP), identified the risk and referred her case. They collaborated with the Child Rights Keeper (CRK) Committee, teachers, religious leaders, and community representatives to counsel her family on the harmful impacts of child marriage and the value of girls' education. As a result, her parents cancelled the marriage and committed to supporting her studies.

She successfully completed both her Secondary School Certificate (SSC) and Higher Secondary Certificate (HSC) examinations with achieving result GPA-5 in both examinations and is currently pursuing a Bachelor of Arts (Honours) degree in economics under the National University of Bangladesh.

Reflecting on her journey, Amina shared: **"Today, I'm living my dream — thanks to Good Neighbors Bangladesh. Without their support, I might have been married off young, before ever getting the chance to finish school or choose my own path."**

Her story demonstrates how community-based child protection mechanisms can transform lives, inspire communities, and help break the cycle of child marriage.

যখন সম্প্রদায় নিজেই হয়ে ওঠে নিরাপত্তার বলয়

বাংলাদেশে শিশুবিবাহ এখনও একটি বড় সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, যা অসংখ্য মেয়েশিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নিরাপদ শৈশবের অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করছে।

আমিনা (নিরাপত্তার স্বার্থে ছদ্মনাম ব্যবহৃত), বয়স ১৫, অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় শিশুবিবাহের ঝুঁকিতে পড়ে। পাঁচ সদস্যের পরিবারে দুই বোনের মধ্যে সে বড়, এবং বাবা-মায়ের বিচ্ছেদের পর পরিবারে সুরক্ষাজনিত ঝুঁকি ক্রমেই বাড়তে থাকে। বিয়ের মাধ্যমে আমিনার নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং পরিবারের আর্থিক চাপ কমবে—এমন বিশ্বাস থেকে তার বাবা তার বিয়ে ঠিক করা শুরু করেন, যদিও আমিনার বয়স তখনো কম।

কিন্তু আমিনার স্বপ্ন ছিল ভিন্ন। সে তার লেখাপড়া শেষ করে শিক্ষিকা হতে চেয়েছিল। সময়মতো হস্তক্ষেপ না হলে তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতই থেকে যেত।

আমিনার জীবনের মোড় ঘুরে যায় যখন গুড নেইবারস বাংলাদেশের মেহেরপুর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (সিডিপি) সহায়তায় পরিচালিত শিশু পরিষদ ও যুব ক্লাবের সদস্যরা এই ঝুঁকি শনাক্ত করে বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের কাছে রেফার করেন। এরপর কয়েক সপ্তাহ ধরে চাইল্ড রাইটস কিপার (সিআরকে) কমিটি, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে তারা আমিনার পরিবারের সঙ্গে শিশুবিবাহের ক্ষতিকর দিক এবং মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যান। ফলস্বরূপ, আমিনার বাবা-মা পরিকল্পিত বিয়ে বাতিল করেন এবং তার লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

আজ আমি আমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করছি, কারণ আমি গুড নেইবারস বাংলাদেশের কাছ থেকে সহায়তা পেয়েছিলাম। সেই হস্তক্ষেপ না হলে, লেখাপড়া শেষ করা বা নিজের পথ বেছে নেওয়ার সুযোগ পাওয়ার আগেই সম্ভবত আমার খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যেত।
-আমিনা

আমিনা পরবর্তীতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) উভয় পরীক্ষায় জিপিএ-৫ অর্জন করে সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়, এবং বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি অর্জনের জন্য অধ্যয়নরত রয়েছে।

এটি প্রমাণ করে, কমিউনিটিভিত্তিক শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা কীভাবে জীবন বদলে দিতে পারে এবং শিশুবিবাহের এই চক্র ভাঙতে সাহায্য করতে পারে।

SAFE DELIVERY CENTERS: A LIFELINE FOR MOTHERS AND NEWBORNS

In rural Bochaganj of Dinajpur district, maternal health once faced steep barriers. In 2019, more than one in five births (22.2%) happened at home, and fewer than half of pregnant women (43.5%) completed the WHO-recommended four antenatal care (ANC) visits — leaving mothers and newborns exposed to preventable risks.

Good Neighbors Bangladesh responded by establishing two 24/7 Safe Delivery Centers, bringing affordable, skilled maternal care within reach of remote communities. Backing this effort, 154 Community Health Workers (CHWs) conducted home visits, pregnancy registrations, and birth-preparedness counseling — building a vital bridge between families and health facilities.

The results speak for themselves. By project close, 100% of pregnant women received at least one ANC visit, and those completing four or more nearly doubled, from 43.5% to 84.8%. Postnatal care coverage rose from 64.7% to 91.0%, while home deliveries fell from 22.2% to 11.8%.

Beyond the numbers, attitudes shifted. Preference for facility-based delivery rose from 58.9% to 69.2%, and since the Safe Delivery Centers opened, 531 women have safely delivered through Normal Vaginal Delivery (NVD) — reflecting growing trust in skilled healthcare and informed decision-making among families.

Once out of reach, skilled maternal care is now a trusted part of everyday life in Bochaganj — a foundation Good Neighbors Bangladesh continues to build on, so every mother can have a safe pregnancy and every newborn a healthy start.

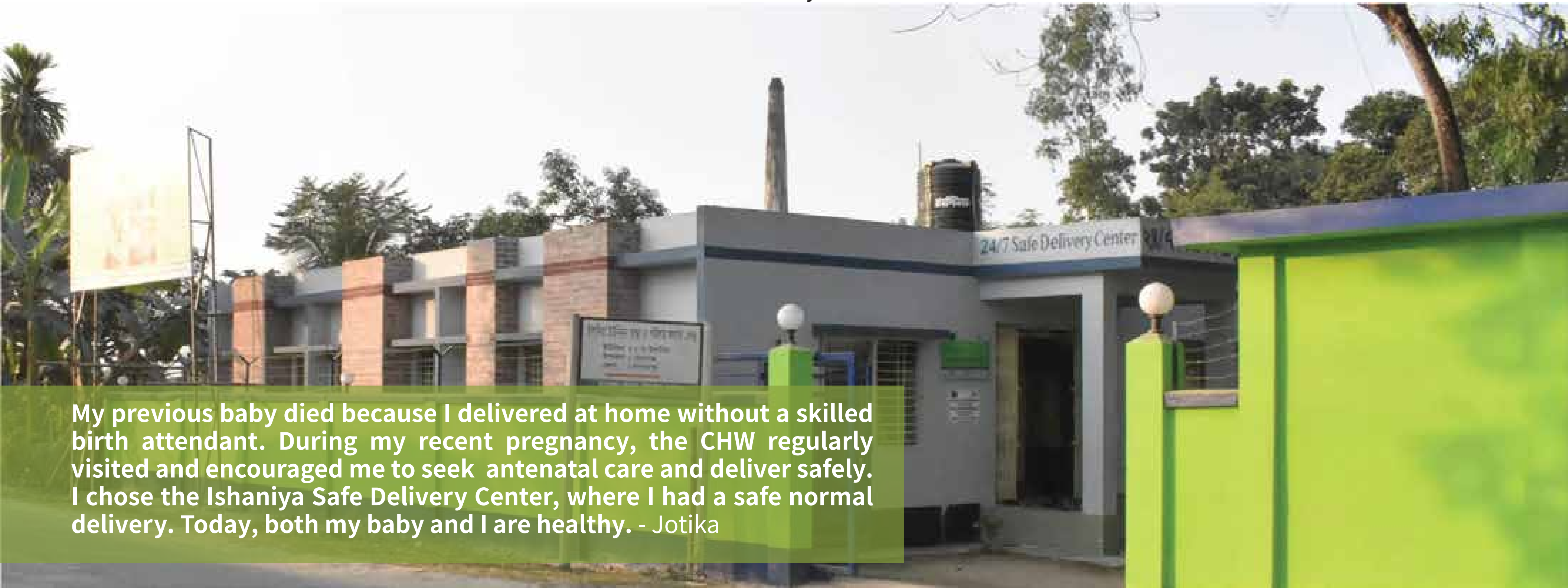

My previous baby died because I delivered at home without a skilled birth attendant. During my recent pregnancy, the CHW regularly visited and encouraged me to seek antenatal care and deliver safely. I chose the Ishaniya Safe Delivery Center, where I had a safe normal delivery. Today, both my baby and I are healthy. - Jotika

নিরাপদ প্রসব কেন্দ্র: মা ও নবজাতকের জীবনের নির্ভরতার ঠিকানা

দিনাজপুরের গ্রামীণ বোচাগঞ্জ উপজেলা, একসময় মাতৃস্বাস্থ্য সেবা ছিল কঠিন প্রতিবন্ধকতায় পূর্ণ। ২০১৯ সালে, প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজনেরও বেশি (২২.২ %) প্রসব বাড়িতে সম্পন্ন হতো, এবং অর্ধেকেরও কম গর্ভবতী মা (৪৩.৫%) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশকৃত চারটি প্রসবপূর্ব সেবা (এএনসি) গ্রহণ করতেন — যার ফলে মা ও নবজাতক উভয়েই প্রতিরোধযোগ্য ঝুঁকির মুখে পড়তেন।

গুড নেইবারস বাংলাদেশ এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দুটি ২৪/৭ নিরাপদ প্রসব কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে, যা দুর্গম জনগোষ্ঠীর নাগালে সাশ্রয়ী ও দক্ষ মাতৃস্বাস্থ্য সেবা নিয়ে আসে। এই উদ্যোগকে শক্তিশালী করতে ১৫৪ জন কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার (সিএইচডব্লিউ) বাড়ি পরিদর্শন, গর্ভাবস্থার নিবন্ধন এবং প্রসব-প্রস্তুতি বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করেন যা পরিবার ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন তৈরি করে।

আমার আগের সন্তান মারা গিয়েছিল, কারণ আমি দক্ষ প্রসবসেবাকারী ছাড়াই বাড়িতে সন্তান প্রসব করেছিলাম। সাম্প্রতিক গর্ভাবস্থায় সিএইচডব্লিউ নিয়মিত আমার বাড়িতে এসে গর্ভকালীন সেবা নিতে এবং নিরাপদে প্রসব করাতে উৎসাহিত করেছিলেন। আমি ঈশানিয়া নিরাপদ প্রসব কেন্দ্র বেছে নিই, যেখানে আমার একটি নিরাপদ স্বাভাবিক প্রসব হয়। আজ আমি ও আমার সন্তান উভয়েই সুস্থ আছি।

-জ্যোতিকা

ফলাফল নিজেই কথা বলে। প্রকল্প শেষে, শতভাগ গর্ভবতী মা অন্তত একটি এএনসি সেবা গ্রহণ করেছেন, এবং চার বা তার বেশি সেবা গ্রহণকারীর হার প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৪৩.৫% থেকে ৮৪.৮%-এ দাঁড়িয়েছে। প্রসবোত্তর সেবার আওতা ৬৪.৭% থেকে বেড়ে ৯১.০%-এ পৌঁছেছে, অন্যদিকে বাড়িতে প্রসবের হার ২২.২% থেকে কমে ১১.৮%-এ নেমে এসেছে।

সংখ্যার বাইরেও, দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন এসেছে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের প্রতি আগ্রহ ৫৮.৯% থেকে বেড়ে ৬৯.২ % -এ দাঁড়িয়েছে, এবং নিরাপদ প্রসব কেন্দ্র চালুর পর থেকে ৫৩৬ জন নারী স্বাভাবিক প্রসবের মাধ্যমে নিরাপদে সন্তান জন্ম দিয়েছেন — যা দক্ষ স্বাস্থ্যসেবার প্রতি ক্রমবর্ধমান আস্থা ও পরিবারগুলোর মধ্যে সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতাকে প্রতিফলিত করে।

একসময় নাগালের বাইরে থাকা দক্ষ মাতৃস্বাস্থ্য সেবা আজ বোচাগঞ্জের দৈনন্দিন জীবনের একটি বিশ্বস্ত অংশ হয়ে উঠেছে, যে ভিত্তির উপর ভর করে গুড নেইবারস বাংলাদেশ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে প্রতিটি মা নিরাপদ গর্ভাবস্থা এবং প্রতিটি নবজাতক সুস্থ সূচনা লাভ করতে পারে।

KOICA
Korea International Cooperation Agency

FROM POVERTY TO PROSPERITY THROUGH WOMEN'S COOPERATIVE

When Hosneara Begum married as a child, her future seemed defined by poverty. Living in rural Bangladesh, her family's monthly income was less than BDT 4,000, and opportunities to improve their lives were almost nonexistent. Like many rural women, she had limited access to finance, skills, and economic opportunities—and little confidence that her circumstances could change.

Everything began to change in 2012 when she joined the Su Protebasi Pirganj Mohila Cooperative, established with support from Good Neighbors Bangladesh (GNB). Through affordable finance, financial literacy, entrepreneurship development, technical training, savings mobilization, and continuous mentoring, Hosneara started a small poultry business. Her first production cycle earned a profit of BDT 21,000, giving her the confidence to invest, expand, and build a better future.

Today, Hosneara manages five poultry farms, operates a poultry feed dealership, and raises ducks and goats, earning around BDT 50,000 per month. Her income has enabled her to purchase land, educate her children, improve her family's living conditions, and actively participate in household decision-making. In recognition of her achievements, she received the prestigious Joyeeta (Indomitable Woman) Award in 2020 and now mentors other aspiring women entrepreneurs in her community.

Hosneara's success reflects the wider impact of the cooperative. Since 2012, it has empowered more than 2,000 women to establish and expand businesses in agriculture, livestock, fisheries, tailoring, and other small enterprises. Recognized as one of the best-performing cooperatives at the Upazila, District, and Divisional levels, it demonstrates how women-led, community-owned institutions can drive sustainable development.

"When women gain access to finance, knowledge, and opportunity, they do not simply overcome poverty—they become leaders who transform their families, strengthen their communities, and inspire future generations," says Hosneara.

দারিদ্র্য থেকে সমৃদ্ধি: সমবায়ের শক্তিতে জীবনের নতুন পথচলা

অল্প বয়সেই বিয়ে হয়েছিল হোসনেয়ারা বেগমের। গ্রামীণ বাংলাদেশের এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর বেড়ে ওঠা। পরিবারের মাসিক আয় ছিল ৪ হাজার টাকারও কম। অর্থের অভাব, দক্ষতার সীমাবদ্ধতা এবং আয়বর্ধক সুযোগের অভাবে তিনি মনে করতেন, দারিদ্র্যই যেন তাঁর নিয়তি। ২০১২ সালে যখন তিনি সু প্রতিবেশী পীরগঞ্জ মহিলা সমবায় সমিতি-তে যোগ দেন, তখন তাঁর স্বামীও বিশ্বাস করতে পারেননি যে তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা হয়ে উঠবেন।

কিন্তু সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায়। গুড নেইবার্স বাংলাদেশ (জিএনবি)-এর সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত এই সমবায়ের মাধ্যমে তিনি আর্থিক সাক্ষরতা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সহজ শর্তে একটি ঋণ এবং নিয়মিত পরামর্শ-সহযোগিতার মাধ্যমে ছোট পরিসরে পোলট্রি ব্যবসা শুরু করেন। প্রথম উৎপাদন চক্রেই ২১ হাজার টাকা লাভ তাঁর আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয় এবং বড় স্বপ্ন দেখার সাহস জোগায়।

আজ হোসনেয়ারা পাঁচটি পোলট্রি খামার, একটি পোলট্রি ফিড ডিলারশিপ এবং হাঁস-ছাগল পালনের ব্যবসা পরিচালনা করছেন। মাসে প্রায় ৫০ হাজার টাকা আয় করে তিনি জমি কিনেছেন, সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন এবং পরিবারের জীবনমান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করেছেন। তিনি এখন পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন, স্থানীয় নারী উদ্যোক্তাদের পরামর্শ দেন এবং ২০২০ সালে সরকারের মর্যাদাপূর্ণ 'জয়িতা (অদম্য নারী)' সম্মাননায় ভূষিত হন।

হোসনেয়ারার এই সাফল্য কোনো একক গল্প নয়। ২০১২ সাল থেকে এই সমবায় ২,০০০-এর বেশি নারীকে কৃষি, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য, দর্জি কাজ ও ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করেছে। উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায়ের স্বীকৃতি পাওয়া এই উদ্যোগ প্রমাণ করে—নারীদের হাতে অর্থায়ন, জ্ঞান ও সুযোগ তুলে দিলে তারা শুধু দারিদ্র্য কাটিয়ে ওঠেন না; তারা পরিবার, সমাজ এবং আগামী প্রজন্মের জন্য টেকসই পরিবর্তনের পথ তৈরি করেন।

নারীদের সুযোগ ও আস্থা দিলে তারা শুধু নিজের জীবনই বদলায় না, বদলে দেয় পরিবার, সমাজ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনও।

-হোসনেয়ারা

WHEN SUPPORT CREATES CHANGE

For many children living in poverty, education is often the first dream to disappear. When Mahim Hasan was in Grade 3, financial hardship nearly ended his education. Today, he works at a well-established company, is pursuing higher studies and has become a Local Child Sponsor, helping another vulnerable child pursue his dream.

For more than two decades, Good Neighbors Bangladesh has empowered vulnerable children through its Child Sponsorship Program by providing access to education, healthcare, and opportunities for a brighter future. Building on this legacy, the Local Sponsorship Initiative encourages socially established individuals and organizations to support vulnerable children. Today, 444 Project Sponsors and 210 Child Sponsors are contributing to children's education, well-being, and holistic development across Bangladesh.

Good Neighbors gave me hope, confidence, and the courage to dream. Today, I have the privilege of supporting another child because once someone else stood by my side. - Mahim

Growing up in a financially vulnerable family, Mahim faced the constant risk of dropping out because his parents could not afford his educational expenses. In 2009, he was enrolled in the Good Neighbors Bangladesh Child Sponsorship Program. Through continuous educational support, monitoring, and guidance, he completed his Diploma in Engineering, secured meaningful employment, and continues his higher education.

Inspired by the support that transformed his own life, Mahim now sponsors Jihad Sarkar, a Grade 4 student who dreams of becoming a police officer.

Mahim's story shows that child sponsorship is more than an investment in one child, it is an investment in future change makers. When former beneficiaries become sponsors, they transform gratitude into action, strengthen community ownership, and create a lasting cycle of hope where every child has the opportunity to dream, succeed, and help another child dream.

যখন সহায়তা পরিবর্তন আনে

দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে ওঠা অধিকাংশ শিশুর জন্য শিক্ষার স্বপ্নই সবার আগে হারিয়ে যায়। মাহিম হাসান যখন তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র, তখন অর্থনৈতিক সংকটের কারণে তাঁর পড়াশোনা প্রায় বন্ধ হয়ে যেতে বসেছিল। আজ তিনি একটি ভালো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন এবং 'লোকাল চাইল্ড স্পন্সর' হিসেবে আরেকজন সুবিধাবঞ্চিত শিশুর স্বপ্ন পূরণে পাশে দাঁড়িয়েছেন।

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে গুড নেইবারস বাংলাদেশ 'চাইল্ড স্পন্সরশিপ প্রোগ্রাম'-এর মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার সুযোগ করে দিচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় 'লোকাল স্পন্সরশিপ' সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে শিশুদের পাশে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করছে। বর্তমানে ৪৪৪ জন প্রজেক্ট স্পন্সর এবং ২১০ জন চাইল্ড স্পন্সর সারা দেশে শিশুদের শিক্ষা, কল্যাণ এবং সামগ্রিক বিকাশে অবদান রাখছেন।

আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারে বেড়ে ওঠা মাহিমের বাবা-মায়ের পক্ষে তাঁর শিক্ষার ব্যয় বহন করা সম্ভব ছিল না। ফলে সবসময়ই তাঁর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। ২০০৯ সালে তিনি গুড নেইবারস বাংলাদেশের 'চাইল্ড স্পন্সরশিপ প্রোগ্রাম'-এ অন্তর্ভুক্ত হন। নিয়মিত শিক্ষা সহায়তা, পর্যবেক্ষণ ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন, একটি ভালো চাকরি পান এবং বর্তমানে উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন।

নিজের জীবনের এই পরিবর্তন থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে মাহিম এখন জিহাদ সরকার নামের চতুর্থ শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর পৃষ্ঠপোষকতা করছেন, যার স্বপ্ন একজন পুলিশ কর্মকর্তা হওয়া।

মাহিমের গল্প প্রমাণ করে, চাইল্ড স্পন্সরশিপ কেবল একটি শিশুর জন্য বিনিয়োগ নয়; এটি ভবিষ্যতের পরিবর্তনকারীদের গড়ে তোলার বিনিয়োগ। যখন কর্মসূচির প্রাক্তন সুবিধাভোগীরাই পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠেন, তখন তাঁরা কৃতজ্ঞতাকে দায়িত্বে রূপান্তর করেন, সামাজিক দায়বদ্ধতাকে জোরদার করেন এবং আশার সঞ্চার ঘটান, যেখানে প্রতিটি শিশু স্বপ্ন দেখার, সফল হওয়ার এবং আরেকটি শিশুর স্বপ্ন পূরণে সহায়তা করার সুযোগ পায়।

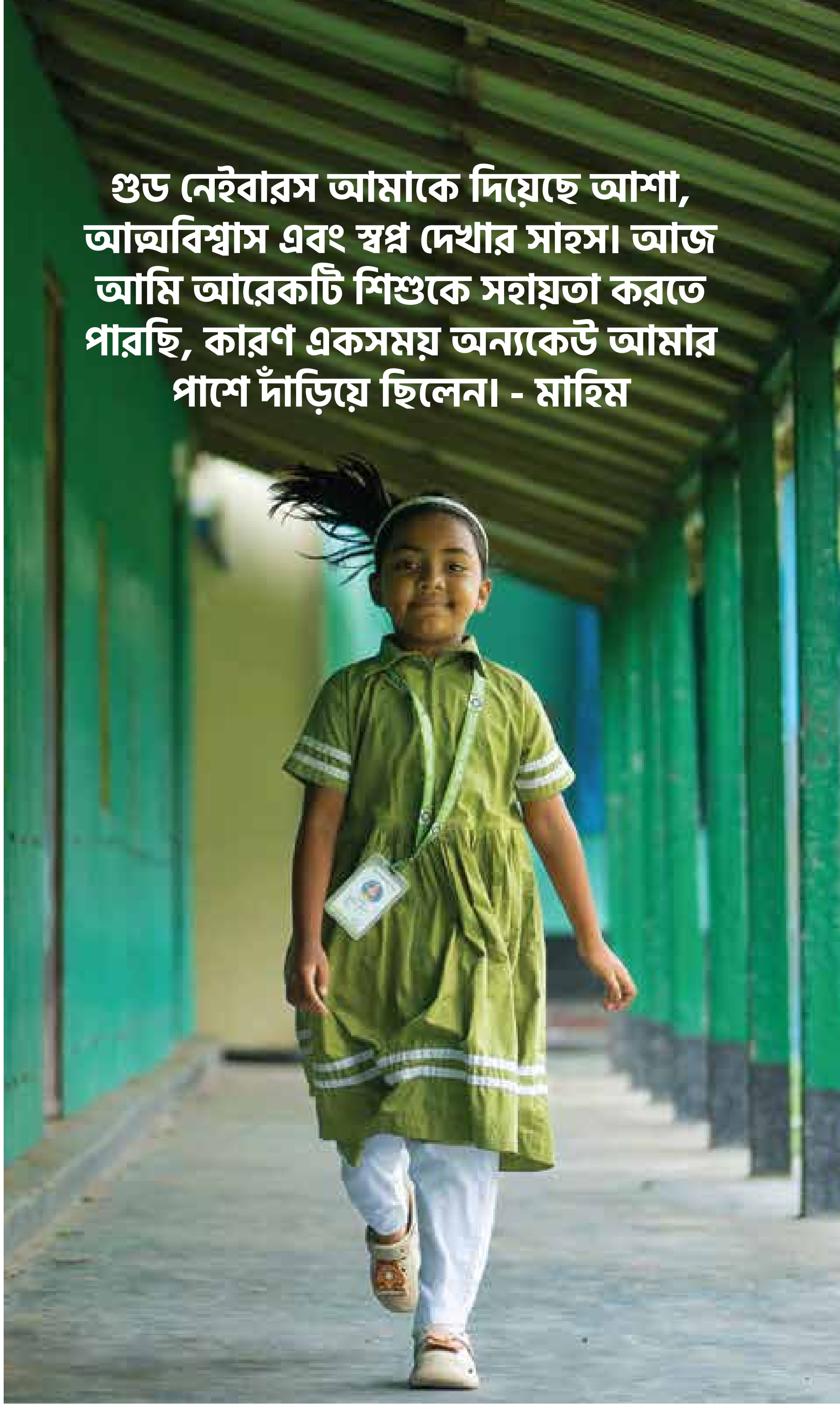

YOUTH LEADING CHANGE:
PROTECTING CHILDREN, GREENING COMMUNITIES

In 2019, Good Neighbors Bangladesh established the Protibeshi Jubo Songho under Meherpur CDP with 40 young members to empower adolescents as leaders for child rights and climate action in Mujibnagar Upazila, Meherpur.

Through training on child rights, leadership, climate change, and advocacy, the youth transformed their knowledge into action. They organised school and community awareness campaigns, the "Red Card to Child Marriage" movement, mass signature campaigns, tree plantation drives, plastic waste recycling, and community clean-up initiatives. They also worked closely with schools, local government, and community leaders to build a safer and greener environment.

The impact has been remarkable. Youth members successfully prevented the child marriages of five girls, enabling them to continue their education. One of them, Prothoma Mollick, went on to achieve GPA-5 in both SSC and HSC examinations and is now studying Economics at Kushtia Government College. Their environmental initiatives have also transformed the community. School compounds are cleaner, many village roads are now lined with trees, and households are enjoying fruit harvested from saplings distributed through the Youth Club while sharing the produce with neighbors.

Following its registration with the Department of Youth Development, the club has become a trusted community platform where young people actively contribute to local development. Today, Protibeshi Jubo Songho demonstrates that when youth are equipped with knowledge, trusted with responsibility, and connected to local institutions, they become powerful champions for protecting children's rights and building climate-resilient communities.

We used to think change belonged to adults. Now we know that every tree we plant, every child we protect, and every voice we raise shapes the future of our community.
- Md. Sojib Hossain

যুবশক্তির নেতৃত্বে পরিবর্তনের অগ্রযাত্রা: শিশু সুরক্ষা ও সবুজ কমিউনিটি গঠনের গল্প

২০১৯ সালে গুড নেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির আওতায় ৪০ জন তরুণ-তরুণীকে নিয়ে প্রতিবেশী যুব সংঘ গঠন করে। এর লক্ষ্য ছিল মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার কিশোর-কিশোরীদের শিশু অধিকার রক্ষা এবং জলবায়ু কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সক্ষম করে তোলা।

শিশু অধিকার, নেতৃত্ব, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অ্যাডভোকেসি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর যুব সদস্যরা তাদের অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তব কর্মে রূপ দেন। তারা বিদ্যালয় ও কমিউনিটিতে সচেতনতামূলক প্রচারণা, "বাল্যবিবাহকে লাল কার্ড" আন্দোলন, গণস্বাক্ষর অভিযান, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, প্লাস্টিক বর্জ্য পুনর্ব্যবহার এবং পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করেন। পাশাপাশি তারা বিদ্যালয়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করে শিশুদের জন্য নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব সমাজ গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখেন।

এই উদ্যোগের প্রভাব ছিল অত্যন্ত ইতিবাচক। যুব সদস্যরা পাঁচজন কিশোরীর বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হন, ফলে তারা তাদের পড়াশোনা অব্যাহত রাখতে পারে। তাদের মধ্যে একজন, প্রথমা মল্লিক, এসএসসি ও এইচএসসি—উভয় পরীক্ষায় জিপিএ-৫ অর্জন করে বর্তমানে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে অর্থনীতি বিষয়ে অধ্যয়ন করছেন।

যুব সংঘের পরিবেশবান্ধব উদ্যোগগুলোও এলাকায় দৃশ্যমান পরিবর্তন এনেছে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ এখন অনেক পরিচ্ছন্ন, গ্রামের বহু সড়কের পাশে সারিবদ্ধভাবে গাছ বেড়ে উঠেছে, এবং যুব সংঘের মাধ্যমে বিতরণ করা ফলজ গাছের চারা থেকে অনেক পরিবার এখন ফল সংগ্রহ করছে ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে তা ভাগাভাগি করছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিবন্ধন লাভের পর প্রতিবেশী যুব সংঘ স্থানীয় উন্নয়নের একটি বিশ্বস্ত প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে, যেখানে তরুণরা সক্রিয়ভাবে সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখছে। আজ এই যুব সংঘ প্রমাণ করেছে যে, সঠিক জ্ঞান, দায়িত্ব পালনের সুযোগ এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ পেলে তরুণরাই শিশু অধিকার সুরক্ষা এবং জলবায়ু-সহনশীল সম্প্রদায় গঠনের শক্তিশালী অগ্রদূত হতে পারে।

"আগে আমরা ভাবতাম পরিবর্তন আনার দায়িত্ব শুধু বড়দের। এখন আমরা জানি, আমরা যে প্রতিটি গাছ লাগাই, প্রতিটি শিশুকে রক্ষা করি এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে প্রতিটি কণ্ঠ উচ্চারণ করি—সেই প্রতিটি পদক্ষেপই আমাদের সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলো।" _ মো. সজিব হোসেন, সভাপতি, প্রতিবেশী যুব সংঘ

A ROHINGYA MOTHER'S STAND AGAINST CHILD MARRIAGE

"My daughter is not ready for marriage. I will only consider it when she turns eighteen."

When neighbors and relatives pressured Julekha to arrange her daughter's marriage, she chose to protect her child's future instead of following harmful social norms. In Cox's Bazar, where more than one million Rohingya refugees and 2.9 million host community members face significant protection challenges, women and girls remain at risk of gender-based violence (GBV), child marriage, and limited access to services.

With support from her local Multi-Purpose Child and Adolescent Centre (MPCAC), Julekha found a safe space, guidance, and the confidence to challenge harmful social norms. Through awareness sessions and counseling, she learned about child rights, positive parenting, and the consequences of child marriage. Empowered by this support, she not only safeguarded her daughter's future but also inspired others in her community.

Since 2017, Good Neighbors Bangladesh has worked with Rohingya and host communities to strengthen child protection and prevent GBV through survivor-centered and gender-transformative approaches. Beginning with emergency relief efforts, the organization expanded support through Camps 14–16 with psychosocial, case management, and awareness services. In partnership with UNICEF since 2019, the organization has established MPCACs, provided psychosocial support and case management, and promoted women's economic empowerment through skills and livelihood training.

To date, Good Neighbors Bangladesh has reached 177,300 people through child protection initiatives and 58,579 individuals through GBV prevention and response programs. In host communities, constructed 47 girl-friendly toilets, 5 deep tube wells, 42 sanitary latrines, and 22 houses, benefiting approximately 15,300 people. These efforts have strengthened child protection systems, increased awareness of GBV, promoted healthier menstrual hygiene behaviors.

Today, Julekha's daughter has something many girls in crisis settings are still denied—the freedom to choose her own future. Her story shows how knowledge, support, and safe spaces can create lasting change across generations.

বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এক রোহিঙ্গা মায়ের দৃঢ় অবস্থান

"আমার মেয়ে এখন বিয়ের জন্য প্রস্তুত নয়। তার বয়স আঠারো বছর পূর্ণ হওয়ার পরেই আমি তার বিয়ের কথা ভাবব।"

প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজন যখন জুলেখাকে তার মেয়ের বিয়ের জন্য চাপ দিতে থাকেন, তখন তিনি সমাজের প্রচলিত ক্ষতিকর রীতিনীতি মেনে নেওয়ার পরিবর্তে সন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার পথ বেছে নেন। কক্সবাজারে, যেখানে ১০ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং ২৯ লাখেরও বেশি স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সুরক্ষা সংকটের মুখোমুখি, সেখানে নারী ও কন্যাশিশুরা এখনও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, শিশুবিবাহ এবং সীমিত সেবাপ্রাপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে।

স্থানীয় মাল্টি-পারপাস চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট সেন্টার -এর সহায়তায় জুলেখা একটি নিরাপদ পরিবেশ, প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং ক্ষতিকর সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর আত্মবিশ্বাস অর্জন করেন। সচেতনতামূলক সেশন ও কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে তিনি শিশু অধিকার, ইতিবাচক অভিভাবকত্ব এবং শিশুবিবাহের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারেন। এই সহায়তায় ক্ষমতায়িত হয়ে তিনি শুধু তার মেয়ের ভবিষ্যৎই সুরক্ষিত করেননি, বরং নিজের কমিউনিটির অন্যদের জন্যও অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছেন।

২০১৭ সাল থেকে, গুড নেইবারস বাংলাদেশ রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করে শিশু সুরক্ষা জোরদার এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে অবদান রেখে আসছে।

ইউনিসেফের সহযোগিতায় ২০১৯ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানটি মাল্টি-পারপাস চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট সেন্টার স্থাপন, মনোসামাজিক সহায়তা ও কেস ম্যানেজমেন্ট সেবা প্রদান এবং দক্ষতা ও জীবিকাভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে কাজ করছে।

এ পর্যন্ত গুড নেইবারস বাংলাদেশ শিশু সুরক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ১,৭৭,৩০০ জন এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিক্রিয়া কার্যক্রমের মাধ্যমে ৫৮,৫৭৯ জনের কাছে পৌঁছেছে। এছাড়া, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য ৪৭টি কিশোরীবান্ধব টয়লেট, ৫টি গভীর নলকূপ, ৪২টি স্যানিটারি টয়লেট এবং ২২টি ঘর নির্মাণ করে প্রায় ১৫,৩০০ জনকে উপকৃত করেছে।

আজ জুলেখার মেয়ের কাছে এমন একটি অধিকার রয়েছে, যা সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে থাকা অনেক কন্যাশিশুর কাছেই অধরা—নিজের ভবিষ্যৎ নিজে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা। জুলেখার গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয়, জ্ঞান, সহায়তা এবং নিরাপদ পরিবেশ নারীদের শুধু ক্ষমতায়িতই করে না, বরং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ইতিবাচক পরিবর্তনের পথও তৈরি করে।

unicef for every child

LUNCH PLATE THAT CHANGED THE FUTURE

In the villages of Raiganj, Sirajganj, hunger during school period was often invisible. Siam Hossain, a Class Five student at Chalkgabindopur Primary School, lived on a diet with little variety; mostly rice, rarely vegetables and proteins. His father, an auto-rickshaw driver, was the family's only earner. When Good Neighbors Bangladesh (GNB) conducted health check-ups at his school, Siam was found malnourished.

That check-up became the start of something bigger. GNB's Community-Based Nutrition Project introduced a mid-day meal, alongside nutrition classes on balanced meals and hygiene. His mother, Piara Khatun, joined trainings on home gardening and livestock rearing- learning to grow vegetables in their yard, and GNB provides seeds, hens, ducks, and a goat.

At school, mid-day meals meant Siam no longer went hungry with his classmates. He says- "Now we are happy to come to school regularly. During lunch time, I can sit with my friends and have a good meal. It is fun!"

What began as one health check-up became a shift in how an entire community feeds its children, proof that a school lunch plate can carry a family's future in it.

Every year, GNB conducts health check-ups for over 20,000 sponsored children under registered MBBS doctors, identifying malnourished children early and supporting both them and their families with nutritious food and practical home-based guidance.

Now I know how to cook properly. My son was identified as malnourished. Now he has gained weight. We, parents, care about our children more than ever. -Piara

এক প্লেট খাবার, এক নতুন ভবিষ্যৎ

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জের গ্রামগুলোতে স্কুল চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের ক্ষুধা আড়ালেই থাকত। চকগবিন্দপুর প্রাইমারি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র সিয়াম হোসেনের খাবারে বৈচিত্র্য বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। বেশিরভাগ সময়ে শুধুই ভাত খেত, যেখানে সবজি বা আমিষের উপস্থিতি ছিল খুবই কম। তার বাবা অটোরিকশা চালক, পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। গুড নেইবারস বাংলাদেশ (জিএনবি) যখন তার স্কুলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা পরিচালনা করে, তখন সিয়ামকে অপুষ্টিতে আক্রান্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।

সেই পরীক্ষাই বড় পরিবর্তনের সূচনা করে। জিএনবি-র কমিউনিটি-ভিত্তিক পুষ্টি প্রকল্প স্কুলে চালু করে মিড-ডে মিল, সাথে পুষ্টি ক্লাস যেখানে শেখানো হয় সুষম খাদ্য ও পরিচ্ছন্নতা। তার মা পিয়ারা খাতুন যুক্ত হন বাড়ির বাগান করা ও গবাদি পশু পালনের প্রশিক্ষণে, শেখেন উঠানে শাকসবজি ফলাতে, আর জিএনবি থেকে পান বীজ, মুরগি, হাঁস ও একটি ছাগল।

স্কুলে মিড-ডে মিলের ফলে সিয়াম আর সহপাঠীদের সাথে ক্ষুধার্ত থাকত না। সে বলে- "এখন আমরা নিয়মিত স্কুলে আসতে পেরে খুশি। দুপুরের খাবারের সময় বন্ধুদের সাথে বসে ভালো খাবার খেতে পারি। এটা খুবই আনন্দের!

এখন আমি সঠিকভাবে রান্না করতে জানি। আমার ছেলে অপুষ্টিতে আক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। এখন তার ওজন বেড়েছে। আমরা বাবা-মায়েরা সন্তানদের প্রতি আগের চেয়ে অনেক বেশি যত্নশীল। - পিয়ারা

একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা থেকে শুরু হওয়া এই উদ্যোগ বদলে দিয়েছে পুরো একটি কমিউনিটির শিশুদের খাওয়ানোর ধরন। প্রমাণ করেছে, স্কুলের একটি টিফিন প্লেট একটি পরিবারের ভবিষ্যৎও বহন করতে পারে।

প্রতি বছর জিএনবি নিবন্ধিত এমবিবিএস চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে ২০,০০০-এর বেশি শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিত করে, অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের দ্রুত শনাক্ত করে, আর তাদের পরিবারকে দেয় পুষ্টিকর খাদ্য সহায়তা ও বাড়িতে পুষ্টি ব্যবস্থাপনার ব্যবহারিক পরামর্শ।

RESILIENCE BEGINS WITH PREPAREDNESS

When Cyclone Remal struck Bangladesh's southern coast in 2024, Md. Shajalal (29) feared he would lose everything. A person with a disability and a daily wage laborer from Mohipur Union in Kalapara, he lives with his wife and two children on government-owned khas land and outside the protective embankment. Like nearly 150 other landless families, they face the constant threat of tidal surges and coastal flooding that repeatedly destroy homes and livelihoods.

This time, however, the outcome was different.

A year earlier, Shajalal had joined the Village Disaster Management Committee (VDMC) under Good Neighbors Bangladesh's Disaster Risk Reduction (DRR) Project. Through disaster preparedness training, mock drills, and community awareness sessions, he learned how to respond before disasters strike. He also received an emergency preparedness kit containing a life jacket, torchlight, raincoat, first aid kit, water container, backpack, and an early warning device.

When Cyclone Remal hit, Shajalal's house and belongings were swept away. Yet, using the knowledge and emergency equipment provided by the project, he safely evacuated his family to a nearby cyclone shelter. Following the disaster, Good Neighbors Bangladesh also provided emergency food assistance.

Implemented in Kalapara's climate-vulnerable unions of Nilganj, Mohipur, and Dalbuganj, the DRR Project has strengthened community resilience through cyclone shelter construction and renovation, disaster preparedness training, community disaster management committees, mock drills, and solar and WASH support. As a result, 5,400 vulnerable families received disaster preparedness support, while 405 community members enhanced their disaster management capacity.

Today, Shajalal is more than a disaster survivor. He now supports other persons with disabilities during emergencies and shares disaster preparedness knowledge across his community.

The training and emergency support have changed my life. Today, I can protect my family and help others in my community. I am grateful to Good Neighbors Bangladesh for giving me the knowledge, confidence, and opportunity to serve people with disabilities.– Md. Shajalal

প্রস্তুতিই গড়ে তোলে দুর্যোগ-সহনশীলতা

২০২৪ সালে ঘূর্ণিঝড় রিমাল যখন বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলে আঘাত হানে, তখন ২৯ বছর বয়সী মো. শাজালাল ভেবেছিলেন—হয়তো এবার সবকিছু হারাতে হবে। প্রতিবন্ধী এই দিনমজুর কালাপাড়া উপজেলার মহিপুর ইউনিয়নে স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে সরকারি খাস জমিতে, বেড়িবাঁধের বাইরের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাস করেন। তাঁর মতো প্রায় ৬৫০টি ভূমিহীন পরিবার প্রতিনিয়ত জলোচ্ছ্বাস ও উপকূলীয় বন্যার মুখোমুখি হয়, যা বারবার তাদের ঘরবাড়ি ও জীবিকা বিপর্যস্ত করে। তবে এবার পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন:

এক বছর আগে গুড নেইবারস বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (DRR) প্রকল্পের আওতায় শাজালাল গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (VDMC) সদস্য হন। প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি দুর্যোগ প্রস্তুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, মক ড্রিল ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি লাইফ জ্যাকেট, টর্চলাইট, রেইনকোট, প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স, পানি সংরক্ষণের পাত্র, ব্যাকপ্যাক এবং আগাম সতর্কীকরণ যন্ত্রসহ একটি জরুরি প্রস্তুতি কিট পান।

ঘূর্ণিঝড় রিমালে তাঁর ঘরবাড়ি ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞান এবং প্রকল্পের দেওয়া জরুরি সরঞ্জাম ব্যবহার করে তিনি পরিবারের সবাইকে নিরাপদে নিকটস্থ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নিতে সক্ষম হন। দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে গুড নেইবারস বাংলাদেশ তাঁর পরিবারকে জরুরি খাদ্য সহায়তাও প্রদান করে।

কালাপাড়ার জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ নীলগঞ্জ, মহিপুর ও ধুলাসার ইউনিয়নে বাস্তবায়িত এই DRR প্রকল্প ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও সংস্কার, দুর্যোগ প্রস্তুতি প্রশিক্ষণ, গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন, মক ড্রিল এবং সৌরবিদ্যুৎ ও ওয়াশ (WASH) সহায়তার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ মোকাবিলা সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। এর ফলে ৫,৪০০টি ঝুঁকিপূর্ণ পরিবার দুর্যোগ প্রস্তুতি সহায়তা পেয়েছে এবং ৪০৫ জন কমিউনিটি সদস্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন করেছেন।

আজ শাজালাল শুধু একজন দুর্যোগ থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষ নন; তিনি এখন দুর্যোগের সময় অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তা করেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে দুর্যোগ প্রস্তুতি সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেন।

প্রশিক্ষণ ও জরুরি সহায়তা আমার জীবন বদলে দিয়েছে। আজ আমি আমার পরিবারকে রক্ষা করতে পারি, আবার আমার সম্প্রদায়ের অন্যদেরও সহায়তা করতে পারি। প্রতিবন্ধী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, আত্মবিশ্বাস ও সুযোগ করে দেওয়ায় আমি গুড নেইবারস বাংলাদেশের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।
— মো. শাজালাল

BACK TO SCHOOL: RESTORING HOPE THROUGH EDUCATION

After 345 days of school closures due to the COVID-19 pandemic, schools across Bangladesh officially reopened on 12 September 2021. While this marked an important step toward recovery, many girls were unable to return to the classroom. To better understand the situation, Good Neighbors Bangladesh (GNB) conducted a rapid assessment in its project areas. The findings revealed a concerning reality: only 58% of school-aged girls had resumed their education. Economic hardship, learning loss, and the rising incidence of child marriage had placed thousands of girls at risk of permanently dropping out of school.

In response, Good Neighbors Bangladesh launched the "Back to School" initiative to help vulnerable girls return to learning and protect them from child marriage. The initiative provided educational materials, transportation support, hygiene kits, subject based special learning support and other essential learning resources. At the same time, awareness campaigns and close collaboration with parents, teachers, community leaders, and youth volunteers encouraged families to keep their daughters in school. The initiative enabled 1,732 vulnerable girls to return to school, giving them a renewed opportunity to continue their education and pursue their dreams. To achieve this, 55 teachers provided academic support, 1,732 parents participated in awareness sessions, 24 youth volunteers actively promoted girls' education, and 1,200 community members were engaged through advocacy and community outreach activities.

Beyond helping girls return to the classroom, the initiative strengthened community awareness of the importance of girls' education and child protection. By addressing both the financial and social barriers that contribute to school dropout and child marriage, GNB helped restore hope for girls and their families while reinforcing the shared commitment that every girl deserves the opportunity to learn, grow, and build a brighter future.

আবার স্কুলে ফেরা: শিক্ষার মাধ্যমে আশার আলো

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে টানা ৩৪৫ দিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার পর ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ সারা দেশে বিদ্যালয় পুনরায় খুলে যায়। এটি ছিল স্বাভাবিক জীবনে ফেরার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন—অসংখ্য কিশোরী আর বিদ্যালয়ে ফিরতে পারেনি। পরিস্থিতি মূল্যায়নে গুড নেইবারস বাংলাদেশ তাদের কর্মএলাকায় একটি দ্রুত জরিপ পরিচালনা করে। জরিপে দেখা যায়, বিদ্যালয়গামী কিশোরীদের মধ্যে মাত্র ৫৮ শতাংশ পুনরায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফিরে এসেছে। অর্থনৈতিক সংকট, দীর্ঘদিনের শিক্ষাবিরতি এবং বাল্যবিবাহের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি হাজারো কিশোরীর শিক্ষাজীবন স্থায়ীভাবে থেমে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি করেছিল।

এই প্রেক্ষাপটে গুড নেইবারস বাংলাদেশ "ব্যাক টু স্কুল" উদ্যোগ গ্রহণ করে, যার লক্ষ্য ছিল ঝুঁকিপূর্ণ কিশোরীদের আবার বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনা এবং তাদের বাল্যবিবাহের ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা প্রদান। উদ্যোগের আওতায় শিক্ষাসামগ্রী, যাতায়াত সহায়তা, স্বাস্থ্যবিধি কিট, বিষয়ভিত্তিক বিশেষ শিক্ষা সহায়তা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাসামগ্রী প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে অভিভাবক, শিক্ষক, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ এবং যুব স্বেচ্ছাসেবীদের সম্পৃক্ত করে ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, যাতে পরিবারগুলো তাদের কন্যাদের বিদ্যালয়ে রাখার জন্য উৎসাহিত হয়।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে ১,৭৩২ জন ঝুঁকিপূর্ণ কিশোরী পুনরায় বিদ্যালয়ে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পায় এবং নতুন উদ্যমে তাদের শিক্ষাজীবন এগিয়ে নেওয়ার পথ তৈরি হয়। এ সাফল্য অর্জনে ৫৫ জন শিক্ষক একাডেমিক সহায়তা প্রদান করেন, ১,৭৩২ জন অভিভাবক সচেতনতামূলক অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন, ২৪ জন যুব স্বেচ্ছাসেবী কিশোরীদের শিক্ষার পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং ১,২০০ জন কমিউনিটি সদস্য বিভিন্ন অ্যাডভোকেসি ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হন।

এই উদ্যোগ শুধু কিশোরীদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনেনি; বরং সমাজে নারী শিক্ষা ও শিশুসুরক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে। বিদ্যালয় ত্যাগ এবং বাল্যবিবাহের পেছনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলো মোকাবিলার মাধ্যমে গুড নেইবারস বাংলাদেশ কিশোরী ও তাদের পরিবারের জীবনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে এবং এই বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করেছে যে, প্রতিটি কিশোরীরই শেখার, বিকশিত হওয়ার এবং একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার সমান অধিকার রয়েছে।

GROWING HOPE THROUGH WOMEN-OWNED SOCIAL BUSINESS

For generations, mustard farming has supported rural families in Sirajganj. Yet many smallholder farmers earned little because they depended on middlemen who offered low prices, while women had few opportunities for stable work. Despite their hard work, many families remained trapped in poverty.

To change this, Good Neighbors Bangladesh (GNB), with support from the GN Global Impact Foundation (GNGIF), established the Protibeshi Mustard Oil Social Enterprise in 2022. Owned by women's cooperatives, the enterprise buys mustard seed directly from local farmers at fair prices and produces a trusted edible oil brand. Women lead every step of production—from seed drying and sorting to filtering, packaging, quality control, and marketing. GNB also trained 50 farmers in mustard cultivation and apiculture with the Upazila Agriculture Office, improving productivity and resilience.

Since its launch, the enterprise has procured 467.14 metric tons of mustard seed from 785 farmers and suppliers, created seven direct jobs for rural women, and generated BDT 39.97 million in sales—showing that a community-owned business can create both economic opportunity and social impact.

For Mrs. Lipi Rani, a cooperative member and factory worker, the enterprise changed everything. **"Today, I earn with dignity, support my children's education, and proudly work in a business owned by women like us. This enterprise has given my family hope and the confidence to dream bigger."**

Today, better market access, improved farming skills, women's leadership, and cooperative ownership are changing lives. As GNB expands this model through Valo Protibeshi Private Limited, every harvest is helping build stronger families, more resilient communities, and a brighter future.

নারীর নেতৃত্বে গড়া সামাজিক ব্যবসায় আশার আলো

বহু প্রজন্ম ধরে সিরাজগঞ্জের গ্রামীণ পরিবারগুলোর জীবিকার অন্যতম উৎস সরিষা চাষ। কিন্তু মধ্যস্বত্বভোগীদের কম দামের কারণে অনেক ক্ষুদ্র কৃষক তাদের ফসল থেকে ন্যায্য মূল্য পেতেন না। একইসঙ্গে নারীদের জন্য স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগও ছিল সীমিত। ফলে কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও অনেক পরিবার দারিদ্র্যের বৃত্তেই আটকে থাকত।

এই বাস্তবতা বদলাতে, গুড নেইবারস বাংলাদেশ (GNB) ২০২২ সালে জিএন গ্লোবাল ইমপ্যাক্ট ফাউন্ডেশনের (GNGIF) সহায়তায় প্রতিবেশী সরিষা তেল সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করে। নারী সমবায়ের মালিকানাধীন এই ব্যবসা স্থানীয় কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ন্যায্য দামে সরিষা কেনে এবং তা থেকে তৈরি করে একটি নির্ভরযোগ্য ভোজ্যতেল ব্র্যান্ড। সরিষা শুকানো, বাছাই, ছাঁকা, প্যাকেজিং, গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ও বিপণন—উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে নেতৃত্ব দেন নারীরা। এছাড়া উপজেলা কৃষি অফিসের সহযোগিতায় গুড নেইবারস বাংলাদেশ ৫০ জন কৃষককে সরিষা চাষ ও মৌমাছি পালনে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, যা উৎপাদনশীলতা ও সহনশীলতা বাড়াতে সহায়ক হয়েছে।

চালুর পর থেকে এই উদ্যোগ ৭৮৫ জন কৃষক ও সরবরাহকারীর কাছ থেকে ৪৬৭.১৪ মেট্রিক টন সরিষা সংগ্রহ করেছে, সাতজন গ্রামীণ নারীর সরাসরি কর্মসংস্থান তৈরি করেছে এবং ৩৯.৯৭ মিলিয়ন টাকার বিক্রি করেছে—যা প্রমাণ করে যে একটি কমিউনিটি-মালিকানাধীন ব্যবসা অর্থনৈতিক সুযোগ ও সামাজিক প্রভাব দুটোই তৈরি করতে পারে।

সমবায়ের সদস্য ও কারখানার কর্মী লিপি রানীর জীবনে এই উদ্যোগ এনেছে বিশাল পরিবর্তন। তিনি বলেন, **আজ আমি সম্মানের সাথে উপার্জন করি, সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ চালাই, এবং গর্বের সাথে নারীদের মালিকানাধীন একটি ব্যবসায় কাজ করি। এই উদ্যোগ আমার পরিবারকে দিয়েছে আশা এবং বড় স্বপ্ন দেখার সাহস।**

আজ উন্নত বাজার সুযোগ, কৃষি দক্ষতা, নারীর নেতৃত্ব ও সমবায় মালিকানা বদলে দিচ্ছে মানুষের জীবন। ভালো প্রতিবেশী প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে এই মডেল সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ফসল হয়ে উঠছে শক্তিশালী পরিবার, সহনশীল সম্প্রদায় ও উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ গড়ার এক বিনিয়োগ।

THREE DECADES OF HUMANITARIAN RESPONSE: STANDING WITH COMMUNITIES IN CRISIS

For three decades, Good Neighbors Bangladesh has stood beside vulnerable communities affected by disasters and humanitarian emergencies, delivering timely relief while supporting recovery and resilience. From floods and cyclones to refugee crises and cold waves, the organisation has remained committed to protecting lives and restoring hope.

Its humanitarian journey began in 1996, providing emergency relief to flood-affected communities in Sirajganj. Following Cyclone Sidr in 2007, emergency food assistance reached 600 vulnerable families in Kalapara. In 2017, Good Neighbors Bangladesh responded to the Rohingya humanitarian crisis in Ukhiya, Cox's Bazar, delivering emergency food support to 5,070 refugee households. During the same year, severe floods affected several districts, where 1,221 households received food assistance and 134 flood-damaged homes were rehabilitated.

As climate-related disasters intensified, humanitarian responses expanded. During the 2020 cold wave, more than 5,000 households across northern Bangladesh received warm blankets. Following Cyclone Amphan, 8,090 households in Kalapara were supported with emergency food and housing materials. In 2022, flood-affected families in Sunamganj and Kurigram received food and shelter assistance to aid their recovery.

Most recently, in 2024, Good Neighbors Bangladesh responded swiftly to Cyclone Remal, providing emergency food, cash assistance, and housing materials to affected families in Kalapara and Taltali. Additional food assistance reached flood-affected communities in Kurigram and Moulvibazar, while the Disaster Risk Reduction (DRR) Project in Kalapara enabled emergency food support for 3,600 households.

Between 2007 and 2024, these humanitarian interventions directly supported 29,214 households, strengthening community resilience, restoring dignity, and reaffirming Good Neighbors Bangladesh's enduring commitment to helping vulnerable communities recover and prepare for future crises.

দুর্যোগের প্রতিটি মুহূর্তে মানুষের পাশে

গত তিন দশক ধরে গুড নেইবারস বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানবিক সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়িয়ে সময়োপযোগী জরুরি সহায়তা প্রদান, পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে সহায়তা এবং দুর্যোগ-সহনশীলতা বৃদ্ধিতে নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, শৈত্যপ্রবাহ থেকে শুরু করে শরণার্থী সংকট—প্রতিটি দুর্যোগে সংস্থাটি মানুষের জীবন রক্ষা এবং আশার আলো ফিরিয়ে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকেছে।

গুড নেইবারস বাংলাদেশের মানবিক যাত্রা শুরু হয় ১৯৯৬ সালে, সিরাজগঞ্জের বন্যাকবলিত মানুষের জন্য জরুরি ত্রাণ সহায়তার মাধ্যমে। ২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডরের পর পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় ৬০০টি ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের মাঝে জরুরি খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১৭ সালে, কক্সবাজারের উখিয়ায় রোহিঙ্গা মানবিক সংকটে ৫,০৭০টি শরণার্থী পরিবারের কাছে জরুরি খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়। একই বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৬,২২৬ টি পরিবার খাদ্য সহায়তা এবং ১৩৪টি ক্ষতিগ্রস্ত বসতবাড়ি পুনর্বাসন সহায়তা পায় ।

জলবায়ুজনিত দুর্যোগের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংস্থার মানবিক কার্যক্রমও বিস্তৃত হয়েছে। ২০২০ সালের তীব্র শৈত্যপ্রবাহে উত্তরাঞ্চলের ৫,০০০-এর বেশি অসহায় পরিবারকে উষ্ণ কম্বল বিতরণ করা হয়। ঘূর্ণিঝড় আম্পান-পরবর্তী সময়ে কলাপাড়ার ৮,০৯০টি পরিবার জরুরি খাদ্য ও গৃহনির্মাণ সামগ্রী সহায়তা লাভ করে। ২০২২ সালে, সুনামগঞ্জ ও কুড়িগ্রামের বন্যাদুর্গত পরিবারগুলোর মধ্যে খাদ্য ও আশ্রয় উপকরণ বিতরণ করে তাদের পুনরুদ্ধারে সহায়তা করা হয়।

সর্বশেষ ২০২৪ সালে, ঘূর্ণিঝড় রেমাল-এর পর কলাপাড়া ও তালতলীর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মাঝে দ্রুত খাদ্য, নগদ অর্থ এবং গৃহনির্মাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি কুড়িগ্রাম ও মৌলভীবাজারের বন্যাদুর্গত মানুষের কাছে খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়। একই সময়ে কলাপাড়ায় বাস্তবায়িত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (DRR) প্রকল্পের মাধ্যমে ৩,৬০০টি পরিবার জরুরি খাদ্য সহায়তা পায়।

২০০৭ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত গুড নেইবারস বাংলাদেশের মানবিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সরাসরি ২৯,২৬৪টি পরিবার সহায়তা পেয়েছে। তাৎক্ষণিক ত্রাণ প্রদানের পাশাপাশি প্রতিটি উদ্যোগ দুর্যোগ-সহনশীলতা বৃদ্ধি, মানুষের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ভবিষ্যতের সংকট মোকাবিলায় সক্ষমতা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এটি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর পাশে থাকার ক্ষেত্রে গুড নেইবারস বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন।

JOURNEY OF YOUTH FOR A GREENER TOMORROW

Northern Bangladesh, particularly Jatrapur Union of Kurigram, is highly vulnerable to the adverse impacts of climate change. Strengthening the capacity of local communities, conserving the environment, and implementing climate-resilient initiatives are essential for addressing river erosion, floods, droughts, and cold waves while ensuring sustainable development.

To address these challenges, the Kurigram Nature and Peace Club, supported by Good Neighbors Bangladesh, took initiative in mobilizing youth as agents of change and empowering them to take ownership of their environment.

Awareness campaigns on hygiene, sanitation, and environmental conservation, along with tree plantation, sapling distribution, community clean-up drives in schools and markets, and the “One Tree in Exchange for 10 Plastic Bags” campaign, increased public participation in environmental protection. At the same time, public awareness was raised against river pollution and deforestation.

The project has significantly increased public awareness, positive environmental practices, and community participation in environmental conservation. Through tree plantation, clean-up campaigns, and active youth leadership, environmental pollution has been reduced, green coverage has expanded, and the foundation for a cleaner, greener, and more sustainable community has been strengthened.

This initiative has demonstrated that empowering and mobilizing young people can transform environmental challenges into opportunities for community development.

Before joining the Nature and Peace Club, I never realized that my small actions could have such a significant impact on the environment. Now, I regularly plant trees, participate in community clean-up campaigns, and work to keep my community clean and green. I feel proud, confident, and responsible to contribute to protecting our future. - Borsha, Nature and Peace Club Members

সবুজ পৃথিবীর পথে তরুণদের পদযাত্রা

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল, বিশেষ করে কুড়িগ্রামের যাত্রাপুর ইউনিয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। নদীভাঙন, বন্যা, খরা ও শৈত্যপ্রবাহ মোকাবিলায় টেকসই উন্নয়নের জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু-সহনশীল উদ্যোগ বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় গুড নেইবারস বাংলাদেশের সহায়তায় কুড়িগ্রাম নেইচার অ্যান্ড পিস ক্লাব যুবসমাজকে পরিবর্তনের অগ্রদূত হিসেবে গড়ে তোলতে এবং তাদের নিজস্ব পরিবেশ সংরক্ষণে নেতৃত্ব ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

স্বাস্থ্যবিধি, স্যানিটেশন ও পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতামূলক প্রচারণা, বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ, বিদ্যালয়, বাজারসহ বিভিন্ন স্থানে পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং ১০টি প্লাস্টিকের ব্যাগের বিনিময়ে একটি গাছ কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা হয়েছে। একই সঙ্গে নদী দূষণ ও বন উজাড়ের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তোলা হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্যোগে পরিবেশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা, ইতিবাচক আচরণ এবং স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃক্ষরোপণ, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ও যুবসমাজের সক্রিয় নেতৃত্বের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ হ্রাস, সবুজায়ন সম্প্রসারণ এবং একটি পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও টেকসই কমিউনিটি গড়ে তোলার ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হয়েছে।

এই উদ্যোগ প্রমাণ করেছে যে, যুবসমাজকে ক্ষমতায়ন এবং সংগঠিত করা গেলে পরিবেশগত চ্যালেঞ্জকে কমিউনিটি উন্নয়নের সুযোগে রূপান্তর করা সম্ভব।

নেইচার অ্যান্ড পিস ক্লাবে যোগদানের আগে আমি কখনো ভাবিনি যে আমার ছোট ছোট কাজও পরিবেশের ওপর কত বড় প্রভাব ফেলতে পারে। এখন আমি নিয়মিত বৃক্ষরোপণ করি, পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নিই এবং আমার কমিউনিটিতে পরিচ্ছন্ন ও সবুজ রাখতে কাজ করি। আমাদের ভবিষ্যৎ রক্ষায় অবদান রাখতে পেরে আমি নিজেকে গর্বিত, আত্মবিশ্বাসী এবং দায়িত্বশীল মনে করি। - বর্ষা

SAFE WATER, HEALTHY COMMUNITIES: TRANSFORMING LIVES THROUGH WASH

For many rural families in Bangladesh, safe drinking water and proper sanitation were once out of reach. Many relied on contaminated water sources, practiced open defecation, and had limited knowledge of hygiene, leading to frequent outbreaks of waterborne diseases that affected health, education, and livelihoods.

To address these challenges, Good Neighbors Bangladesh implemented comprehensive WASH interventions, focusing on underserved northern communities where access to safe water and sanitation was critically limited.

Between 2011 and 2016, the organization installed 1,262 tube wells, distributed 217 household water filters, and constructed 2,969 hygienic toilets, providing 15,930 vulnerable people with access to safe drinking water and improved sanitation. The impact extended far beyond infrastructure. Families no longer depended on unsafe ponds for drinking water, while hygienic toilets helped reduce open defecation and improve environmental cleanliness. Hygiene promotion activities encouraged regular handwashing, safe water storage, and better sanitation practices, leading to healthier behaviors and fewer cases of diarrheal and other waterborne diseases.

The benefits were felt across entire communities. Children missed fewer school days due to illness, women and girls gained greater privacy and dignity through improved sanitation, and families spent less time and money treating preventable diseases. Instead, they could invest more in education, livelihoods, and building a better future.

Today, these tube wells and sanitation facilities continue to serve communities, while the knowledge gained through hygiene education remains part of everyday life. What began as a WASH initiative has created lasting change—empowering thousands of families to enjoy healthier, safer, and more dignified lives through the simple yet transformative power of clean water, sanitation, and hygiene.

নিরাপদ পানি, সুস্থ জীবন: ওয়াশ উদ্যোগে বদলে যাওয়া মানুষের গল্প

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদের অসংখ্য পরিবারের জন্য একসময় নিরাপদ পানীয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ছিল এক কঠিন বাস্তবতা। দূষিত পানির ওপর নির্ভরশীলতা, উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সীমিত সচেতনতার কারণে পানিবাহিত রোগ ছিল নিত্যসঙ্গী। এসব রোগ শুধু মানুষের স্বাস্থ্যই নয়, শিশুদের শিক্ষা, পরিবারের আয় এবং সামগ্রিক জীবনমানকেও নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করত।

এই বাস্তবতা পরিবর্তনের লক্ষ্যে গুড নেইবারস বাংলাদেশ দেশের উত্তরাঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় সমন্বিত ওয়াশ (WASH) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি চর্চাকে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি হাজারো মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করে। ২০১১ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে গুড নেইবারস বাংলাদেশ ১,২৬২ টি নলকূপ স্থাপন, ২১৭ টি গৃহস্থালি পানি পরিশোধন ফিল্টার বিতরণ এবং ২,৯৬৯ টি স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নির্মাণ করে। এর ফলে ১৫,৯৩০ জন ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ নিরাপদ পানীয় পানি ও উন্নত স্যানিটেশন সুবিধার আওতায় আসে।

তবে এই পরিবর্তন কেবল অবকাঠামো নির্মাণেই সীমাবদ্ধ ছিল না। নিরাপদ পানির সহজলভ্যতা পরিবারগুলোকে দূষিত পুকুর বা অনিরাপদ পানির উৎসের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি দেয়। স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহারের ফলে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসে এবং আশপাশের পরিবেশ হয়ে ওঠে আরও পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর। একই সঙ্গে হাত ধোয়া, নিরাপদে পানি সংরক্ষণ এবং ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার মতো স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম মানুষের দৈনন্দিন অভ্যাসে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। ফলে ডায়রিয়াসহ বিভিন্ন পানিবাহিত রোগের প্রকোপ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।

এই পরিবর্তনের সুফল ছড়িয়ে পড়ে পুরো সমাজে। অসুস্থতা কমে যাওয়ায় শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়। নারী ও কিশোরীরা স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সুবিধার মাধ্যমে অধিক নিরাপত্তা, গোপনীয়তা ও মর্যাদা অর্জন করে। চিকিৎসা ব্যয় কমে যাওয়ায় পরিবারগুলো শিক্ষা, জীবিকা এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়নে আরও বেশি বিনিয়োগের সুযোগ পায়। আজও সেই নলকূপ, টয়লেট এবং স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক জ্ঞান হাজারো মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে আছে। একটি ওয়াশ কর্মসূচি থেকে শুরু হওয়া এই উদ্যোগ কেবল নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করেনি; এটি মানুষের জীবনযাত্রায় স্থায়ী পরিবর্তন এনে আরও সুস্থ, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ ভবিষ্যতের ভিত্তি গড়ে দিয়েছে।

EVERY CHILD DESERVES CHILD FRIENDLY & SAFE CLASSROOM: THE SAMSUNG VILLAGE STORY

Strengthening child friendly environment and quality education at partner Schools to improve the standard of life with basic human needs through SAMSUNG C&T_12th Samsung Village project in Mirpur & Gulshan, Dhaka, Bangladesh.

Children in the urban slums of Mirpur and Gulshan, Dhaka, have long faced poverty, child labor, school dropout, child marriage, and limited access to quality education and healthcare. Poor living conditions further hindered their learning, safety, and well-being — highlighting the need for integrated, child-friendly school interventions.

Through the Samsung C&T 12th Samsung Village Project, Good Neighbors Bangladesh (GNB) launched an integrated school and community development program strengthening educational infrastructure, quality learning materials, child health and protection, environmental sustainability, and community participation — creating safe, inclusive learning environments across four partner schools.

By improving education, health, hygiene, and WASH services, the project benefited 1,765 students, boosting attendance, academic achievement, and environmental awareness, while building teachers' capacity to deliver quality education.

The initiative earned high praise from senior officials at the Directorate of Secondary and Higher Education and the NGO Affairs Bureau, who recognized it as a model of quality, transparency, innovation, and sustainable community development. Officials commended GNB's strong government partnership and recommended scaling similar interventions to other vulnerable schools nationwide.

Sustainability is anchored in strengthened school leadership, empowered teachers, active student clubs, and community ownership. Improved facilities and heightened awareness of health, protection, and environmental sustainability will continue benefiting current and future students long after the project ends.

Lasting change happens when quality education, child well-being, environmental sustainability, and strong partnerships come together — empowering children and transforming communities for good.

প্রতিটি শিশুর প্রাপ্য শিশুবান্ধব ও নিরাপদ শ্রেণিকক্ষ: স্যামসাং ভিলেজের গল্প

ঢাকার মিরপুর ও গুলশানের বস্তি এলাকার শিশুরা দীর্ঘদিন ধরে দারিদ্র্য, শিশুশ্রম, স্কুল ঝরে পড়া, বাল্যবিবাহ এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সীমিত সুযোগের সঙ্গে লড়াই করে আসছে। নিম্নমানের জীবনযাপন পরিস্থিতি তাদের শেখা, নিরাপত্তা ও সুস্থতাকে আরও কঠিন করে তুলেছিল — যা সামগ্রিক ও শিশুবান্ধব বিদ্যালয়-ভিত্তিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে।

স্যামসাং সি অ্যান্ড টি ১২তম স্যামসাং ভিলেজ প্রকল্পের আওতায়, গুড নেইবারস বাংলাদেশ (GNB) একটি সমন্বিত স্কুল ও কমিউনিটি উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করে, যা শিক্ষা অবকাঠামো, মানসম্পন্ন শিক্ষা উপকরণ, শিশু স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা, পরিবেশগত টেকসইতা এবং কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ শক্তিশালী করেছে — ফলে চারটি অংশীদার বিদ্যালয়ে গড়ে উঠেছে নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা পরিবেশ।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি এবং ওয়াশ (WASH) সেবার মানোন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্পটি উপকৃত করেছে ১,৭৬৫ জন শিক্ষার্থীকে, যা উপস্থিতি, একাডেমিক ফলাফল ও পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে, পাশাপাশি শিক্ষকদের মানসম্পন্ন শিক্ষাদানের সক্ষমতাও শক্তিশালী করেছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, একে মান, স্বচ্ছতা, উদ্ভাবন এবং টেকসই কমিউনিটি উন্নয়নের একটি আদর্শ মডেল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কর্মকর্তারা GNB-র সরকারি অংশীদারিত্বের প্রশংসা করে দেশব্যাপী অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়ে অনুরূপ উদ্যোগ সম্প্রসারণের সুপারিশ করেছেন।

এই অগ্রগতির স্থায়িত্ব নিহিত রয়েছে শক্তিশালী বিদ্যালয় নেতৃত্ব, ক্ষমতায়িত শিক্ষক, সক্রিয় শিক্ষার্থী ক্লাব এবং কমিউনিটির মালিকানায়। উন্নত সুযোগ-সুবিধা এবং স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও পরিবেশগত সচেতনতা প্রকল্প শেষ হওয়ার পরও বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীদের উপকৃত করতে থাকবে।

টেকসই পরিবর্তন তখনই সম্ভব হয়, যখন মানসম্পন্ন শিক্ষা, শিশু সুস্থতা, পরিবেশগত টেকসইতা এবং শক্তিশালী অংশীদারিত্ব একসঙ্গে কাজ করে — শিশু ও কমিউনিটিকে ক্ষমতায়িত করে এবং প্রকৃত পরিবর্তন বয়ে আনে।

FROM FEAR TO FORTITUDE: BUILDING RESILIENCE IN CYCLONE-PRONE KALAPARA

Kalapara Upazila, a cyclone-prone coastal region of Bangladesh, has long lived under the shadow of storms—families enduring overcrowded shelters, unsafe facilities, and poor access for women, the elderly, and persons with disabilities. To address this, Good Neighbors Bangladesh (GNB), in partnership with Good Neighbors Japan (GNJP) and with support from Japan's Ministry of Foreign Affairs (MOFA), launched a transformative initiative: Construction and Renovation of Cyclone Shelters and Enhancement of Disaster Prevention Capacity.

The project renovated four cyclone shelters and constructed two new ones with inclusive designs, solar power, and livestock facilities. It trained 45 Village Disaster Management Committees and Operation & Management Teams, and distributed emergency supplies to 5,400 families. Regular mock drills and awareness campaigns made preparedness part of daily life.

The results speak for themselves: 96% of households now know their nearest cyclone shelter, 92% can evacuate safely, and 72% feel "totally safe" in the renovated shelters.

For Rani Begum, VDMC President of Komorpur Village, the change is deeply personal. Her village once lay 7 kilometers from the nearest shelter—a distance that cost seven lives during Cyclone SIDR in 2007. Today, her family, including her 72-year-old mother-in-law, and even their cattle can shelter close to home. The new Multipurpose Model Cyclone Shelter offers ramps, separate facilities for women, space for 200 cattle, solar power, and doubles as a Madrasah for 100 students.

"This shelter is truly a blessing," Rani says, "giving us safety, dignity, and hope."

Beyond concrete and steel, this project has rebuilt trust—turning fear into strength, vulnerability into dignity, and uncertainty into lasting hope for Kalapara's families.

ভয় থেকে সাহসের পথে: ঘূর্ণিঝড়প্রবণ কলাপাড়ায় দুর্যোগ সহনশীলতার নতুন গল্প

বাংলাদেশের উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ অঞ্চল কলাপাড়ার মানুষের জীবন বহু বছর ধরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিতে ছিল। প্রতিটি ঘূর্ণিঝড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের অভাব, নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অপর্যাপ্ত সুবিধা এবং দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছানোর কষ্ট ছিল নিত্যদিনের বাস্তবতা।

এই পরিস্থিতি পরিবর্তনে গুড নেইবার্স বাংলাদেশ (জিএনবি), গুড নেইবার্স জাপান (জিএনজেপি) এবং জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের (MOFA) সহায়তায় একটি সমন্বিত দুর্যোগ সহনশীলতা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় চারটি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র সংস্কার, দুটি নতুন বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৪৫টি গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে (VDMC) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পাশাপাশি ৫,৪০০টি পরিবারকে জরুরি ত্রাণসামগ্রী প্রদান এবং নিয়মিত মহড়া ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এই উদ্যোগের সুফল ইতোমধ্যেই দৃশ্যমান। বর্তমানে ৯৬ শতাংশ পরিবার নিকটবর্তী আশ্রয়কেন্দ্র সম্পর্কে জানে এবং ৯২ শতাংশ পরিবার দুর্যোগের সময় নিরাপদে সেখানে আশ্রয় নিতে পারে।

কমরপুর গ্রামের গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি রানি বেগম এই পরিবর্তনের জীবন্ত সাক্ষী। একসময় তাঁদের গ্রাম থেকে আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে ৭ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হতো। ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় সিডরে সেই দূরত্বের কারণেই গ্রামের সাতজন মানুষ প্রাণ হারান। আজ তাঁর পরিবার, ৭২ বছর বয়সী শাশুড়িসহ, সহজেই কাছের আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারেন। সেখানে নারী, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও গবাদিপশুর জন্যও নিরাপদ ব্যবস্থা রয়েছে।

রানি বেগম বলেন, “**এই আশ্রয়কেন্দ্র আমাদের শুধু নিরাপত্তাই দেয়নি, দিয়েছে মর্যাদা ও ভবিষ্যতের নতুন আশা।**” কলাপাড়ার হাজারো পরিবারের জন্য এই উদ্যোগ প্রমাণ করেছে—দুর্যোগে টিকে থাকার সবচেয়ে বড় শক্তি হলো নিরাপদ অবকাঠামোর পাশাপাশি মানুষের প্রস্তুতি ও সম্মিলিত সক্ষমতা।

STRENGTHENING TEACHER QUALITY THROUGH THE UNESCO-HAMDAN PROJECT

Quality education begins with empowered teachers. Yet many teachers in rural Bangladesh have limited access to continuous professional development, modern teaching methods, and technology integration. To address these challenges, GNB, recipient of the UNESCO-Hamdan Prize for Teacher Development (2023–2024), implemented the UNESCO-Hamdan Project to strengthen teacher competencies and improve student learning.

The project supported 4 teachers from Good Neighbors Asha Girls' School and 42 teachers from partner schools through professional development on learner-centered pedagogy, subject-based instruction, AI literacy, classroom management, and peer learning. To ensure long-term impact, GNB developed a Teacher Training Handbook and established a Knowledge Center, providing teachers and students with access to quality learning resources.

The initiative has delivered measurable results. More than 80% of trained teachers now regularly apply interactive and technology-supported teaching methods, leading to higher student participation and engagement.

Teachers have become more confident in using learner-centered approaches, integrating AI tools into lesson planning, and collaborating with peers to improve classroom practices. The Knowledge Center continues to strengthen reading habits and promote continuous learning.

One inspiring example is Shahanaz, Acting Head Teacher of Good Neighbors Asha Girls' School. Before the project, she mainly relied on traditional lecture-based instruction. Today, she confidently integrates AI tools and interactive teaching strategies, creating a more engaging learning environment while mentoring fellow teachers.

Through teacher networking, the Training Handbook, and the Knowledge Center, the project is creating sustainable improvements in teaching quality. By investing in teachers, Good Neighbors Bangladesh is helping build better classrooms, better learning outcomes, and brighter futures for every child.

The UNESCO-Hamdan Project broadened my perspective on teaching. I now integrate AI tools and learner-centered strategies, making my students more engaged and confident.
- Shahanaz, Head Teacher, Shakhipur Asha Girl's School

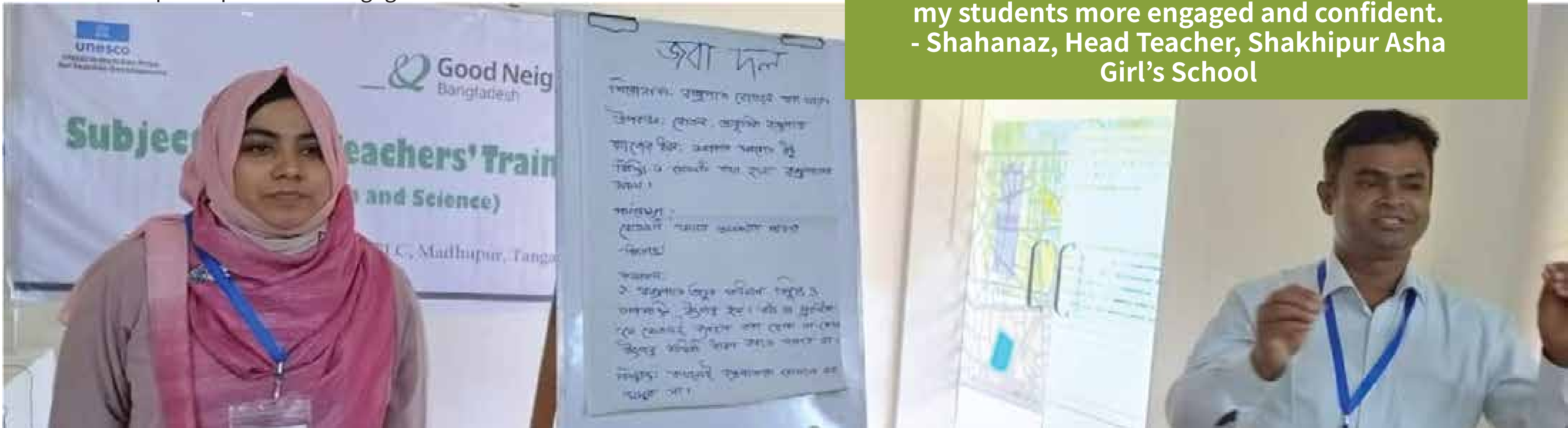

ইউনেস্কো-হামদান প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষকের গুণগত মান শক্তিশালীকরণ

মানসম্মত শিক্ষার ভিত্তি হলো দক্ষ, আত্মবিশ্বাসী ও অনুপ্রাণিত শিক্ষক। কিন্তু বাংলাদেশের অনেক গ্রামীণ অঞ্চলের শিক্ষক নিয়মিত পেশাগত উন্নয়ন, আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই বাস্তবতা বিবেচনায়, ২০২৩-২০২৪ সালের UNESCO-Hamdan Prize for Teacher Development-এর সম্মানপ্রাপ্ত গুড নেইবারস বাংলাদেশ (GNB) শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদের শেখার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে UNESCO-Hamdan Project বাস্তবায়ন করে।

এই প্রকল্পের আওতায় গুড নেইবারস আশা গার্লস’ স্কুলের ৪ জন এবং অংশীদার বিদ্যালয়ের ৪২ জন শিক্ষককে শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পাঠদান, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার, শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং সহকর্মীদের মধ্যে জ্ঞান বিনিময় বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে একটি Teacher Training Handbook প্রণয়ন করা হয় এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য একটি Knowledge Center প্রতিষ্ঠা করা হয়।

প্রকল্পটির ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ৮০% বেশি এখন নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণমূলক ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যবহার করছেন, যার ফলে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণ ও শেখার আগ্রহ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষকরা এখন আরও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে AI-ভিত্তিক উপকরণ ব্যবহার করে পাঠ পরিকল্পনা করছেন এবং সহকর্মীদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন। একই সঙ্গে Knowledge Center শিক্ষকদের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এই পরিবর্তনের একটি অনুপ্রেরণাদায়ক উদাহরণ হলেন শাহানাজ, গুড নেইবারস আশা গার্লস স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। প্রশিক্ষণের আগে তিনি মূলত প্রচলিত বক্তৃতাভিত্তিক পদ্ধতিতে পাঠদান করতেন। বর্তমানে তিনি AI-নির্ভর উপকরণ ও শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক কৌশল ব্যবহার করে আরও প্রাণবন্ত ও কার্যকর শ্রেণিকক্ষ তৈরি করছেন এবং সহকর্মীদেরও নতুন পদ্ধতি প্রয়োগে উৎসাহিত করছেন।

শিক্ষকদের পারস্পরিক নেটওয়ার্ক, Teacher Training Handbook এবং Knowledge Center-এর মাধ্যমে এই উদ্যোগের সুফল দীর্ঘমেয়াদে অব্যাহত থাকবে। শিক্ষকদের সক্ষমতায় বিনিয়োগের মাধ্যমে গুড নেইবারস বাংলাদেশ আরও কার্যকর শ্রেণিকক্ষ, উন্নত শিক্ষার পরিবেশ এবং প্রতিটি শিশুর জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে।

UNESCO-Hamdan Project আমার শিক্ষাদানের দৃষ্টিভঙ্গিকে নতুনভাবে গড়ে তুলেছে। এখন আমি AI-ভিত্তিক উপকরণ এবং শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করি, ফলে আমার শিক্ষার্থীরা আরও আগ্রহী, সক্রিয় এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে।

- শাহানাজ, প্রধান শিক্ষক, গুড নেইবারস আশা গার্লস’ স্কুল

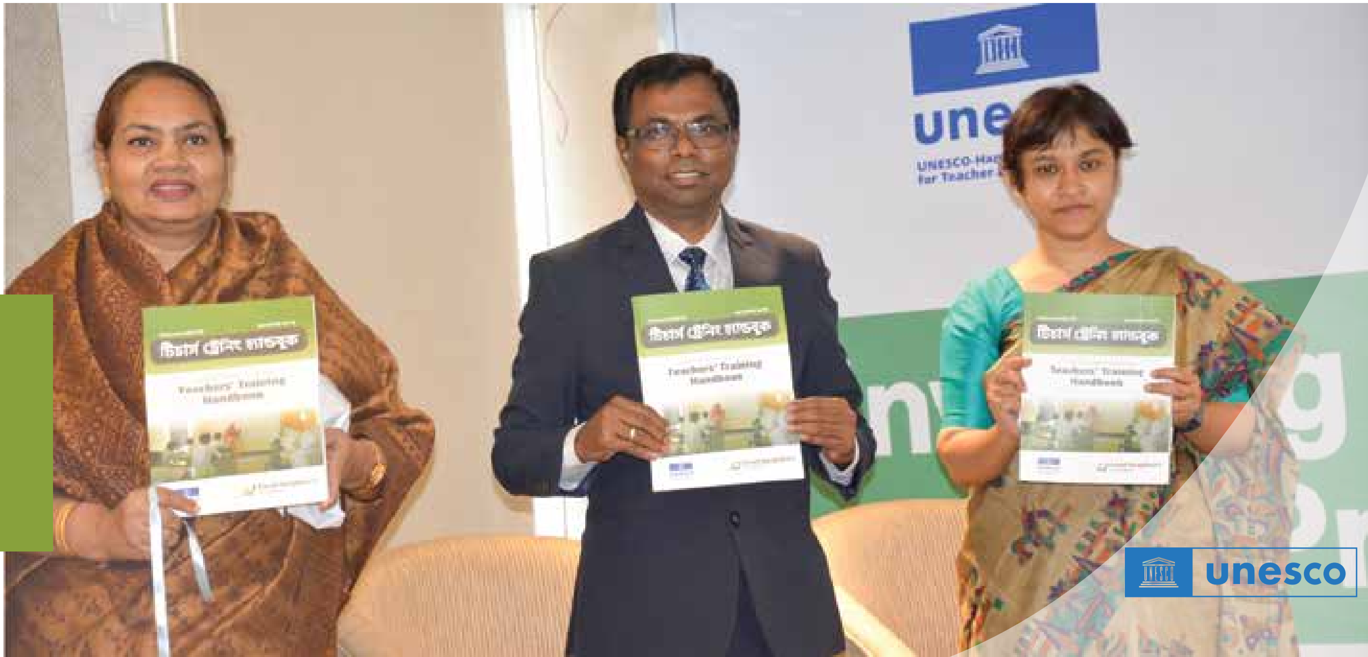

FROM SILENCE TO CONFIDENCE

An Adolescent Reproductive Health Story from Dinajpur Better Life for Girls Project

At Nowpara High School in Birganj, Dinajpur, Lisa was once a Class Nine student who sat quietly at the back of class. Like many girls, she grew up with questions about menstruation and her changing body, but no safe place to ask them. She believed menstruation was something to hide, often missed school out of discomfort, and stayed silent among classmates.

That changed when GNB introduced the Better Life for Girls Project at her school. An Adolescent Corner was set up- a safe, confidential space with health information and counseling, and regular sessions on menstrual hygiene, nutrition, and mental well-being.

The change became visible. Lisa stopped missing school during her period, joined classroom discussions and health activities, and taught her sister, cousins, and neighborhood girls what she'd learned.

To sustain the Adolescent Corners, a Health & Hygiene Club was formed in each school. Lisa is now a proud member, promoting menstrual hygiene and helping run the corner. Her story shows what one safe space, and one girl's confidence, can set in motion.

Her teacher, Munira Akter, has watched the shift firsthand: "She used to sit quietly at the back, hesitant to speak. Now she raises her hand, asks questions, and helps her friends understand what she's learned."

Through the establishment of 61 adolescent corners, GNB helps adolescent girls manage menstruation safely, with dignity, and without missing school.

Before, I was afraid to ask questions about my health. Now I understand my body, and I can confidently share correct information with my friends.

- Lisa

নীরবতা থেকে আত্মবিশ্বাসে

দিনাজপুরের কিশোরী প্রজনন স্বাস্থ্যের একটি গল্প বেটার লাইফ ফর গার্লস প্রজেক্ট

দিনাজপুরের বীরগঞ্জের নওপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে লিসা ছিলেন নবম শ্রেণির এক ছাত্রী, যিনি ক্লাসের পেছনে চুপচাপ বসে থাকতেন। অনেক কিশোরীর মতোই তার মনেও ঋতুস্রাব ও শরীরের পরিবর্তন নিয়ে অনেক প্রশ্ন ছিল, কিন্তু জিজ্ঞেস করার মতো নিরাপদ জায়গা ছিল না। তিনি মনে করতেন ঋতুস্রাব লুকানোর বিষয়, অস্বস্তির কারণে প্রায়ই স্কুল কামাই করতেন, আর সহপাঠীদের মাঝে চুপ করে থাকতেন।

পরিবর্তন আসে যখন গুড নেইবারস বাংলাদেশ (জিএনবি) তার স্কুলে বেটার লাইফ ফর গার্লস প্রজেক্ট চালু করে। স্থাপন করা হয় একটি "কিশোরী কর্নার"- যেখানে নিয়মিত সেশনে আলোচনা হতো ঋতুস্রাব ব্যবস্থাপনা, পুষ্টি ও মানসিক সুস্থতা নিয়ে, এটি একটি স্বাস্থ্য তথ্য ও কাউন্সেলিং সহায়তাসম্পন্ন নিরাপদ জায়গা।

পরিবর্তনটা চোখে পড়ার মতো হয়ে ওঠে। লিসা আর ঋতুস্রাবের সময় স্কুল কামাই করেন না, ক্লাসের আলোচনা ও স্বাস্থ্য কার্যক্রমে অংশ নেন, আর নিজের ছোট বোন, চাচাতো বোন ও প্রতিবেশী মেয়েদের শেখান যা তিনি শিখেছেন। যার ফলে নিজ বাড়ি ও এর আশেপাশের এলাকায় ভুল ধারণাগুলো কমতে শুরু করে।

তার শিক্ষিকা মুনিরা আক্তার এই পরিবর্তন কাছ থেকে দেখেছেন: "সে আগে পেছনে চুপচাপ বসে থাকত, কথা বলতে দ্বিধা করত। এখন সে হাত তোলে, প্রশ্ন করে, আর বন্ধুদের বুঝতে সাহায্য করে।"

কিশোরী কর্নারের দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে গড়া হয়েছে একটি হেলথ অ্যান্ড হাইজিন ক্লাব। লিসা এখন তার ক্লাবের গর্বিত সদস্য, যিনি সচেতনতা বৃদ্ধি ও কর্নার পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন। তার গল্প দেখায়, একটি নিরাপদ জায়গা আর একজন মেয়ের আত্মবিশ্বাসের সাথে বেড়ে ওঠা কী পরিবর্তন আনতে পারে।

জিএনবি সারাদেশে এমন ৬১টি কিশোরী কর্নার স্থাপনের মাধ্যমে কিশোরীদের নিরাপদ ও মর্যাদার সাথে ঋতুস্রাব ব্যাবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

GULNAHAR BEGUM: FROM HOUSEWIFE TO COMMUNITY CHANGEMAKER

Born and raised in Konagaon village, Kamalganj Upazila, Moulvibazar District, she grew up in a family that valued service and community. Her education ended in 2000 when she was married in the tenth grade — a reality many girls in Bangladesh face.

The early years of marriage were marked by hardship. With her husband unemployed and only a small piece of agricultural land to support the family, she worked tirelessly to provide a better future for her children. Yet, the challenges she faced would later become the foundation of her leadership.

A turning point came in 2012 when she joined Good Neighbors Bangladesh. Inspired by her own experiences, she became a passionate advocate for child rights, girls' education, and women's empowerment. She helped establish and lead women's cooperatives, supporting more than 1,480 women through savings and small loan initiatives and helping many achieve financial independence for the first time.

During the COVID-19 pandemic, she coordinated emergency food and healthcare support for over 1,200 vulnerable families, making sure no one in her community was left behind.

Her work has brought wide recognition. In 2022, she received the Upazila-level "Joyeeta Award" for contributions to women's empowerment and the "Sahasika Award" from Good Neighbors Bangladesh. That same year, she was elected Member of Adampur Union Parishad and now serves as Panel Chairman, representing about 13,000 residents.

Today, she continues championing financial inclusion, preventing child marriage, and strengthening community resilience across Adampur Union — proof that empowering one woman can transform thousands of lives.

Every girl who remains in school is a reminder of the education I was unable to complete. GNB gave me the confidence to lead, the courage to speak, and the opportunity to serve my community.
-Gulnahar Begum

গুলনাহার বেগম: সাধারণ গৃহিনী থেকে কমিউনিটি পরিবর্তনের কারিগর

মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার কোনাগাঁও গ্রামে জন্ম ও বেড়ে ওঠা তাঁর। সেবা আর মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মূল্যবোধে গড়া এক পরিবারে তাঁর শৈশব কেটেছে। ২০০০ সালে দশম শ্রেণিতে পড়াকালীন বিয়ে হয়ে যাওয়ায় সেখানেই থেমে যায় তাঁর পড়াশোনা বাংলাদেশের অসংখ্য মেয়ের জীবনের এক চেনা বাস্তবতা।

সংসার জীবনের শুরুটা ছিল কঠিন সংগ্রামের। স্বামী বেকার, সম্বল বলতে সামান্য একখণ্ড চাষের জমি। সন্তানদের জন্য একটু ভালো ভবিষ্যৎ গড়ার আশায় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। সেই দিনের কষ্টগুলোই একদিন হয়ে উঠবে তাঁর নেতৃত্বের ভিত্তি।

২০১২ সালে গুড নেইবারস বাংলাদেশে যোগ দেওয়াই ছিল তাঁর জীবনের এক বাঁকবদল। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি হয়ে ওঠেন শিশু অধিকার, কন্যাশিশুর শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নের এক নিবেদিতপ্রাণ কণ্ঠস্বর। তাঁর হাত ধরে গড়ে ওঠে নারী সমবায়, যার মাধ্যমে ১,৪৮০ জনেরও বেশি নারী সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণের সুযোগ পেয়ে জীবনে প্রথমবারের মতো অর্থনৈতিক স্বাধীনতার স্বাদ পান।

কোভিড-১৯ মহামারির কঠিন সময়ে তিনি ১,২০০-রও বেশি অসহায় পরিবারের জন্য জরুরি খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার কাজ সমন্বয় করেন — নিশ্চিত করেন, তাঁর এলাকার কেউ যেন পিছিয়ে না পড়ে।

তাঁর নিরলস কাজ পেয়েছে ব্যাপক স্বীকৃতি। ২০২২ সালে নারীর ক্ষমতায়নে অবদানের জন্য তিনি পান উপজেলা পর্যায়ের সরকারি "জয়িতা সম্মাননা" এবং গুড নেইবারস বাংলাদেশ থেকে "সাহসিকা পুরস্কার"। একই বছর তিনি নির্বাচিত হন আদমপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হিসেবে, বর্তমানে যেখানে তিনি প্যানেল চেয়ারম্যান হিসেবে প্রায় ১৩,০০০ বাসিন্দার প্রতিনিধিত্ব করছেন।

আজও তিনি আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, শিশুবিবাহ প্রতিরোধ এবং কমিউনিটির সহনশীলতা বৃদ্ধিতে আদমপুর ইউনিয়ন জুড়ে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। একদিন যিনি শিশুবিবাহের কারণে স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন, আজ তিনিই গড়ে দিচ্ছেন আগামী প্রজন্মের জন্য নতুন সম্ভাবনার পথ। তাঁর জীবন প্রমাণ করে, একজন নারীকে ক্ষমতায়িত করলে তা হাজারো জীবনে বদল আনতে পারে, প্রজন্মের পর প্রজন্মকে দেয় অনুপ্রেরণা।

স্কুলে টিকে থাকা প্রতিটি মেয়ে যেন আমার অসমাপ্ত শিক্ষার এক জীবন্ত স্মারক। গুড নেইবারস বাংলাদেশ আমাকে দিয়েছে নেতৃত্বের আত্মবিশ্বাস, কথা বলার সাহস, আর নিজের সমাজের সেবা করার সুযোগ।
-গুলনাহার বেগম